"বই মনের খাদ্য। বেশি বেশি বই পড়ুন, মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 671. | July, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৭১ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩২৬। জুলাই, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বরষা-রাতে।

বিরাট আঁধার স্বরগ মর্ত্তে করিয়াছে একাকার,
নীরব, নিথর সারাটী ভুবন, দৃষ্টি চলে না আর!
বিশ্ব কাঁপায়ে হুঙ্কারে মেঘ দূর-গগনের গায়,—
লুকোচুরী খেলা খেলিছে চপলা; পলকে ছুটিয়া যায়!
বিটপি-শীর্ষে বিহগের দল শঙ্কাজড়িত চিতে
আজি দুর্দ্দিনে লভিছে বিরাম আপন কুলায়টিতে।
অর্ব্বুদ কোটী অম্বরে তারা সুপ্তি লভিছে আজি,
ধরণীর শিরে আর না বিতরে স্নিগ্ধ কিরণ-রাজি!
এ হেন সুপ্ত নিশায় জাগিয়া সরোবরে ভেকদল,
নীরবতা ভাঙ্গি ভগ্নকণ্ঠে ফুকারিছে অবিরল।
গাহিছে ঝিল্লী বক্ষ বিদারি হইয়া আপনাহারা
মৃদুলঝঙ্কা জগতবাসীরে দিয়ে যেন যায় সাড়া!
বাতায়নপথে অনিমেষে যবে চাহি বিশ্বের পানে,
উদাস হরষ অন্তরে মোর কে যেন বহিয়া আনে!

শ্রীগোপিকাকান্ত দে।

গানের স্বরলিপি।

বেহাগ খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আমার আর ভালো নাহি লাগে—
সংসার-সাহারায় বিচরিনু কত
জরজর প্রাণ মন কাঁদে !
প্রেমের তৃষা হেথা মেটে না-মেটে না,
জীবন-কমল হেথা ফোটে না—ফোটে না,
অকূল প্রেম-সাগর বিনে
(বৃথা) তৃষ্ণা-হরণ আশা জাগে ॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২´
সা পা II -পধা -ণা -র্সা -ণধা । -ধপা -পমা গা -া ।
আ মা ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০র আ ব্

২ ১
। গা মা পা পগা । পা -মপমপা -গা রসা I সা -া পা -া ।
ভা লো না হি০ লা ০০০০ ০ গে০ স ং সা র

২´ ৩
। পা ধা ণা -া । -র্সা -ণধপা পা ধা । পা পা মা গা I
সা হা রা ০ ০ ০০য় বি চ রি নু ক ত

১ ২´ ৩
গা গা গা গা । মা -া মপা -া । -মা -গা পা -জ্ঞগা ।
জ র জ র প্রা ণ ম০ ০ ০ ন কাঁ ০০

। রা সা সা পা II
০ দে "আ মা"

১ ২´ ৩
পা পা II পা না না না । না র্সা র্সর্গা র্রা । র্সা র্সা র্রর্সা র্সা ।
প্রে মে র তৃ ষা হে থা মে টে০ না মে টে না০ জী

র্সা	র্সা	র্সা	না	I	ধপা	পা	পা	পা	।	পনা	না	র্সা	র্সা
ব	ন	ক	ম		ল৹	হে	থা	ফো		টে৹	না	ফো	টে

। নধপা	সা	সপা	-া	।	পা	না	ধা	পা	I	পা	পা	ধপা	মমা	।
না৹৹	অ				প্রে	ম	সা			র	বি	নে৹	বৃথা	

মা	মমা	মা	মা	।	মা	মা	পা	জ্ঞগা	।	-রা	সা	সা	পা	II II
তৃ	ষ্ণা৹	হ	র		ণ	আ	শা	জ্ঞা৹		৹	গে	"আ	মা"	

হিন্দুর তীর্থনিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গড়মুক্তেশ্বর।

মিরাট-জেলার অন্তঃপাতী গড়মুক্তেশ্বর-পরগণায় গড়মুক্তেশ্বর-নামে একটী সহর আছে। ইহা গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। জনসংখ্যা ৭৯৬২; তন্মধ্যে ৫৪০১ হিন্দু এবং ২৫৬১ মুসলমান। এখানকার বাটীগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত। বাজারের পশ্চিমদিকে ৪টী পান্থনিবাস আছে। পান্থগণ এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার পরই মদ্য-বিক্রয়ার্থ একটী বাজার আছে। এখানে একটী চিকিৎসালয়ও আছে। এখানকার কূপোদক অতিস্বাদু। ৩০ বা ৪০ ফিট নিম্ন হইতে জল উঠাইতে হয়। চাষই এখানকার লোকদিগের উপজীবিকা। বাণিজ্যবস্তু সামান্যই দেখা যায়। বাঁশ ও বাহাদুরী কাষ্ঠই এখানকার বণিজ্য পদার্থ।

গড়মুক্তেশ্বর হস্তিনাপুরের একটি মহল্লা-মাত্র। ভাগবত-পুরাণ এবং মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এখানে একটী পুরাতন দুর্গ ছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মীরভবনই এই দুর্গটীর সংস্কারক। পারসীক ঐতিহাসিকগণ গড়মুক্তেশ্বরকে একটী সেনা-নিবাস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এখানে মুক্তেশ্বর-মহাদেব আছেন বলিয়াই স্থানটীর নাম গড়মুক্তেশ্বর। এখানে সুবৃহৎ মন্দির-চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে দুইটী পাহাড়ের উপর এবং দুইটি নীচে। সকল মন্দিরগুলিতেই গঙ্গার মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি শ্বেতপ্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের পরিধানে কিংখাপের কাপড়। যাত্রিগণ গঙ্গাদেবীর পূজা করে। মিরাটের সন্নিকটে যে গঙ্গার মন্দির আছে তথায় একটী পূতকূপ দৃষ্ট হয়। বিগতকলুষ হইবার মানসে যাত্রিগণ তথায় স্নান করে। এই মন্দিরের সন্নিকটে ৮০টী সতীস্তম্ভ আছে। পূর্ব্বে এখানে রমণীগণ তাঁহাদিগের মৃত

স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে একটী মেলা হয়। এই মেলাতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইহার দ্বিগুণ লোক ৬ষ্ঠ বা দ্বাদশ বৎসরের মেলায় এবং তদপেক্ষা অধিক লোক ৫০ বৎসরের মেলায় আইসে। গোমতী অমাবস্যায়, বৈশাখী পূর্ণিমায় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-নবমীতে মেলা হইয়া থাকে। নদীর পরপারে যাইবার জন্য ফেরী আছে। পূর্ব্বে নদীর উভয়তটে নিবিড় বন ছিল। ব্যাঘ্রগণ তথায় বাস করিত। এখন জঙ্গল আর নাই; সুতরাং ব্যাঘ্রও দেখা যায় না।

চিত্রকূট।

প্রয়াগ হইতে চিত্রকূট যাইতে হইলে মাণিকপুরে নামিতে হয়। G. I. P. রেলওয়ের ট্রেনে চড়িয়া কারউই যাইতে হয়। এখান হইতে চিত্রকূট যাইবার রেল আছে।

বাঁদা-জেলার অন্তঃপাতী কারউই তহসিলে চিত্রকূট পাহাড় অবস্থিত। ইহার অন্য একটি নাম কামতা। পাহাড়ের নিম্নদেশটী তিন মাইল বিস্তৃত। ইহার অর্দ্ধমাইল দুরে পয়স্বিনী নদী প্রবাহিতা। মন্দাকিনী-নামে ইহার একটী শাখা-নদী আছে।

কামতা-নাথ শব্দটী কামদানাথ শব্দের অপভ্রংশ। যিনি অর্থীর বাসনা পূর্ণ করেন, তিনিই কামদানাথ-নামে খ্যাত। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এইখানে আসিয়াছিলেন। রামায়ণে আছে, যখন কৈকেয়ীর কথায় রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠান, তখন রাম গঙ্গাপার হইয়া প্রয়াগে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে চিত্রকূটে প্রস্থান করেন্। চিত্রকূট পঁহুছিয়াই রামচন্দ্র তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণকে একটী কুটীর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। পর্ণকুটীর তৈয়ার হইলে তাঁহারা দুই ভ্রাতা ও সীতাদেবী এখানে বহুদিন পর্য্যন্ত বাস করেন্। পরে রামানুসন্ধানে ভরত আসিয়া তথায় পঁহুছিলেন্। রামও ভরতকে এড়াইবার নিমিত্ত চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে চিত্রকূটের মহিমা লিখিত আছে। মহাভারত বলেন যে, মন্দাকিনীতে স্নান করিলে লোকে বিগত কল্মষ হয় এবং স্নানান্তে পিতৃ- ও দেব-গণের পূজা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয় এবং মরণান্তে মুক্তিপ্রাপ্তি হয়।

নানাবর্ণের প্রস্তর চিত্রকূটে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই ইহার নাম চিত্রকূট। পর্ব্বতের নিম্নদেশ বেষ্টন করিয়া একটি মঞ্চ আছে। এই স্থানে যাত্রিগণ পরিক্রমা করিয়া থাকে। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে পান্নার রাজা রামচন্দ্র কুওর এই মঞ্চটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে ৩৩টী স্থান আছে। তন্মধ্যে সাতটীর নাম প্রসিদ্ধ; যথা, (১) কোটীতীর্থ, (২) দেবাঙ্গনা, (৩) হনুমান-ধারা, (৪) স্ফটিক শীলা, (৫) অনসূয়া, (৬) গুপ্ত গোদাবরী এবং (৭) ভরতকূপ। হিন্দুমাত্রেই এই স্থানগুলিতে স্নান ও পূজা করিয়া থাকেন্।

কোটীতীর্থ যাইতে হইলে পাহাড়ের সিঁড়ি চড়িয়া যাইতে হয়। তীর্থস্থানে একটী কুণ্ড আছে! পর্ব্বতের ধারা নিঃসৃত হইয়া এই কুণ্ডে পতিত হইতেছে। যাত্রিগণ

এইস্থানে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, এইস্থানে কোটী ঋষি যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তজ্জন্ত ইহার নাম কোটীতীর্থ।

হনুমান্‌ধারা :—কোটিতীর্থের পর্ব্বতশ্রেণী বহুদুর-বিস্তৃত। ইহার মধ্যে হনুমান্‌ধারা অতীব মনোরম স্থান। এখানে হনুমান্‌জীর বিশালমূর্ত্তি অবস্থিত। ইহাঁর মস্তকের উপর দিয়া পর্ব্বতের ধারা দুইটী কুণ্ডে পড়িতেছে। চারিশত সিঁড়ি না চড়িলে হনুমান্‌ধারায় পঁহুছিতে পারা যায় না। স্থানটি বনস্পতিগণে পরিশোভিত বলিয়া বড়ই মনোরম। এখানে দুই একটি সাধুর বাস দেখা যায়।

স্ফটিক-শীলা :—চিত্রকুটের লোকালয় হইতে এক মাইল দক্ষিণে মন্দাকিনীর তটে প্রমোদ-বন অবস্থিত। এখানে রেঁওয়া নরেশ-নির্ম্মিত লক্ষ্মীনারায়ণের একটী সুন্দর মন্দির আছে। এই বনের এক মাইল দক্ষিণে মন্দাকিনীর বাম তটে প্রস্তরের একটি ঢিবি আছে। ইহাই স্ফটিকশীলা নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, এইস্থানে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কাকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সীতাদেবীর স্তনে চঞ্চু-দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের মতে এ ঘটনাটী গোদাবরীতটে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

অনসুয়াজী :—সীতাপুর হইতে ৮ মাইল দূরে অনুসূয়ার মন্দির অবস্থিত। মন্দাকিনীর বামতটে ও পাহাড়ের পাদমূলে দুইটী দেবালয় আছে, তন্মধ্যে একটীতে অনসূয়ার ও অন্ত-টীতে অত্রিমুনির মূর্ত্তি আছে। যাত্রিগণ ইহার সন্নিকটে এক পান্থনিবাসে বাস করে।

গুপ্ত গোদাবরী :—অনসূয়া হইতে চারি মাইল দূরে গুপ্তগোদাবরী অবস্থিত। এক অন্ধকার-পরিপূর্ণ গুহার মধ্যে সীতাকুণ্ড দেখা যায়। কুণ্ডটী অগভীর। যাত্রিগণ এখানে বসিয়া বসিয়া স্নান করে। ঝরণার জলধারা কুণ্ডটী পূর্ণ হয়। এই গুহার কিছুদূরে এক মন্দির আছে। মন্দিরের অন্ধকার এত গাঢ় যে, বিনা প্রদীপে কিছুই দেখা যায় না। এখানে যাইতে বড়ই কষ্ট হয়। বাহিরে দুইটী কুণ্ড হইতে জলধারা নিঃসৃত হইয়া কিছুদূরে অদৃশ্য হইয়াছে। ইহাই গুপ্তগোদাবরী-নামে খ্যাত।

ভরতকূপ :—গুপ্তগোদাবরী হইতে দেড় মাইল দূরে একটি লোকালয় আছে। ইহাই চৌবেপুর নামে খ্যাত। এখান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ভরতকূপ অবস্থিত। ভরত-কূপের সন্নিকটস্থ মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি আছে।

তুলসীদাস-কৃত রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্রকুটে একটি অনাদিসিদ্ধ-স্থল গুপ্ত ছিল। এই স্থানে অত্রিঋষির শিষ্যগণ জলের জন্য কূপ খোদিত করে। রামচন্দ্র স্বীয় অভিষেক অস্বীকার করিলে, ভরতের অভি-ষেকের জন্য নানাতীর্থের জল এই কূপে একত্র করা হয়। এই জন্য ইহার নাম ভরত-কূপ। বলা বাহুল্য, নানাতীর্থোদক-দ্বারা এই কূপটী পূত হইয়াছে।

চিত্রকুটে দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি চৈত্রমাসে এবং অন্যটি কার্ত্তিক-মাসে। পূর্ব্বোক্তটি রামনবমী এবং শেষোক্তটি দিবালীতে (দীপমালিকাতে) হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মাসার্দ্ধে এবং গ্রহণে একটী করিয়া মেলা হয়। এই সময়ে পয়স্বিনী নদীতে স্নান, পর্ব্বতের পরিক্রমা, মহাবীর ও মুখর বৈদ্যের

পূজা হইয়া থাকে। কেহ কেহ চরণ-পাদুকার পূজা করে। এই চরণপাদুকা রামচন্দ্রের পদচিহ্ন বলিয়া খ্যাত। পয়স্বিনী-নদীতটে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমুদয়ই গঙ্গাপুত্রের প্রাপ্য। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। স্থানের পূজা পূজারিগণ প্রাপ্ত হয়েন। পূজারিদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি মহান্ত নামে খ্যাত। এই মহান্তের ৩৯ টী নিষ্কর গ্রাম আছে। ইঁহার বাৎসরিক আয় ২৪ সহস্র মুদ্রা। এতদ্ব্যতীত মিত্ররাজ্যেও মহান্তের অনেকগুলি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মেলাতে বহুলোকের সমাগম হইত, কিন্তু এখন তাহার তৃতীয়াংশ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, রাজগণ পূর্ব্বকোর ন্যায় তেমন আর মেলায় যান্ না। 'কারুই'এর পেশোয়া-বংশধরগণও এখন দুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে দীপমালিকার সময় ৪৫ সহস্র এবং রাম-নবমীতে ৩০ সহস্র লোকের সমাগম হইত। এক্ষণে পাঁচ সহস্র এবং দশ সহস্র লোকের জনতা হয় মাত্র।

চিত্রকূটের মন্দিরগুলির মধ্যে কতিপয় ইষ্টক- ও কতিপয় প্রস্তর-নির্ম্মিত। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৬০টী মন্দির আছে। তন্মধ্যে ১০০ ভগ্নাবস্থায় এবং ২৬০টী উত্তম অবস্থায় অবস্থিত। এখানে পূজারীর সংখ্যা ১২০০। স্নানের জন্য ৩০টি ঘাট আছে। চিত্রকূটে যেমন পাণ্ডার সংখ্যা অধিক তেমনি রূপী বাঁদরের। বাঁদরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে ছাদের উপর কাঁটা দিয়া রাখে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আত্মবিসর্জ্জন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটী-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান ;—
চিন্তামগ্ন হেমচন্দ্র একাকী বসিয়া— ;
রমার প্রবেশ]

রমা। বাবা!—

হেম। কি মা?

রমা। বাবা!—

হেম। কি বল্‌ছ মা?

রমা। বাবা, আপনি বাড়ী বিক্রী ক'রে আমার—

হেম। হুঁঃ! পাগ্‌লামী ক'র্ত্তে এসেছে!

রমা। বাবা, আমি পাগ্‌লামী করি নি, যথার্থ বল্‌ছি। আমার জন্যে মাথা রাখ্‌বার স্থানটুকু নষ্ট কর্ব্বেন্ না! বাড়ীখানি বেচে আপ্‌নারা যে নিরাশ্রয় হবেন্, আমি তা সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব না। আপ্‌নার পায়ে পড়ি, বাবা, এ কাজ কর্ব্বেন্ না।

হেম। মা, কেন তুমি মনে কষ্ট ক'চ্ছ? তুমি মনের মতন স্বামী পাবে, রাজরাণী হয়ে সুখে ঘর কর্ব্বে; আমরা তোমার বিয়ে দিয়ে কাশীবাস কর্ব্ব। প্রফুল্ল বড় ভাল ছেলে, প্রফুল্লর সঙ্গে বিয়ে হলে, তুমি খুব সুখে থাক্‌বে মা!

রমা। বাবা, আপনাদের স্নেহে আমি

অতুল সুখভোগ ক'র্চ্ছি, এর চেয়ে সুখ আর আমি চাই না। আমি চির-কুমারী থেকে আপনাদের চরণসেবা ক'র্ব্ব, আমাকে এই অধিকার দিন্।

হেম। এ সংসারে কা'র মেয়ে চিরকুমারী আছে মা? বরং পুরুষের পক্ষে এ-কথা খাটে; স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না।

রমা। কেউ কুমারী না থাকে, না থাক্; —আমি থাক্‌বো। আমি সমাজকে দেখাব যে, বাপ্-মার পয়সা না থাক্‌লে মেয়ে কুমারী থাক্‌তে পারে। আপনার পায়ে পড়ি, বাবা, বাধা দেবেন্ না!

হেম। তুমি ছেলেমানুষ, তাই ছেলে-মানুষের মতন কথা বল্‌ছ। এ সব কাজের কথা নয়। আমায় বিরক্ত কোরো না, যাও!

রমা। বাবা, দয়া করুন্, আমার কথা শুনুন্। আপ্‌নি আমার জন্যে নিরাশ্রয় হবেন্ না। আমি চিরকুমারী থেকে আপনাদের চরণ-সেবা ক'রে মনের সুখে দিন কাটাবো! এ সংসারের সুখ কতক্ষণের জন্যে? আমি সুখ, ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না, কেবল আপনাদের চরণ-সেবা ক'র্ত্তে চাই। আপনার এ দুঃখিনী মেয়েকে তা থেকে বঞ্চিত ক'র্ব্বেন্ না! আমাকে এই ভিক্ষা দিন্, আপনার পায়ে পড়ি, বাবা!

(হেমচন্দ্রের চরণ-ধারণ)

হেম। চোপ্‌রাও বেহায়া মেয়ে! আমার সুমুখে বিয়ের কথা বল্‌তে লজ্জা ক'চ্ছে না? আমি তোমায় পরামর্শ দেবার জন্যে এখানে ডাকি নি। যাও, বাড়ীর ভেতর যাও।

[হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। পরে রমাও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

(অপর দিক্ দিয়া প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফু। কই রমা ত এখানেও নেই! বাড়ীতে দেখে এলুম্ সেখানেও নেই, এখানেও নেই! তবে গেল কোথায় রমা? রোজই ত' এমন সময় রমা এইখানে থাকে! আজ আসে নি কেন? তাকে নির্জ্জনে দুটো কথা ব'ল্‌ব ব'লে খুঁজ্‌ছি, কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? ঠাকুর-বাড়ীতে গেছে কি? ঠাকুর বাড়ীতে ত' কোন কথা বলা হবে না, সেখানে অনেক লোক থাকে। এই বেদীটার উপরে একটু বসি। দেখি রমা আসে কি না।

(বেদীর উপরে উপবেশন)

মানুষের একবার যা যায়, তা' আর ফেরে না। শৈশবে কি সুখের দিনই ছিল! বিমল আনন্দ দিন-রাত্রি কত উপভোগ ক'রেছি। তখন সংসারের ক্লেদে হৃদয় পঙ্কিল হয় নি। এখন ত' আর তেমনটি নেই? এখন যে-সংসারের বাতাস গায়ে লেগেছে, সংসারের ঝড়ে সব উলটে পালটে দিয়েছে। আর সে দিন ফিরবে না! তখন দিনরাত রমার সঙ্গে খেলা ক'রেছি, একসঙ্গে দু'জনে বেড়িয়েছি, কিন্তু এখন আর সে-রকম হয় না। এখন রমা আমার কাছে আস্‌তে লজ্জা করে, একলা তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে আমারও সঙ্কোচ হয়! কেন এমন হয়, তাকি কেউ বল্‌তে পারে?

(রমার পুনঃপ্রবেশ)'

এস, রমা, তোমাকে একটা কথা বল্‌বার জন্যে আমি অনেকক্ষণ ধ'রে তোমায় খুঁজ-ছিলুম। অনেকক্ষণ এখানে বসে আছি। কাছে এস, একটা কথা শুনে যাও।

রমা। কি কথা?

প্রফু। (উঠিয়া) আমাকে এত ভয়

কেন, রমা? আমার কাছে আস্‌তে এখন তোমার এত লজ্জা হয়!

রমা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি বল্‌ছ?

প্রফু। দেখ রমা, এতদিনে আমার চির-কালের আশা পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে বটে, কিন্তু তা বড় ভয়ঙ্কররূপে। বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু তোমার বাপের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা চেয়েছেন্; আর তিনি বাড়ী বিক্রী করে বাবার সেই নিষ্ঠুর প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে কৃত-সঙ্কল্প হয়েছেন্, তা বোধ হয়, তুমি শুনেছ। কিন্তু আমি এমন নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর নই যে, তোমাদের আশ্রয়হীন ক'রে তোমার বাপ, মা, ভাইকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ কোর্ব্বো। বাবাকে অনেক বোঝালুম্, আমার বন্ধুদের দিয়ে বিস্তর অনুরোধ করালুম্, যাতে ক'রে তোমার বাপের কাছ থেকে এই টাকাটা না নেওয়া হয়, কিন্তু দুঃখের কথা কি ব'লব, রমা, তিনি কিছুতেই তা শুন্‌লেন্ না; উল্টে আমাকে বকতে লাগলেন্। রমা, তোমাকে বিয়ে কো'র্ব্বো, এ আমার চিরদিনের সাধ। আমি অন্য কা'কেও বিয়ে ক'রে সুখী হতে পার্ব্ব না। তাই আমি নিজে মনে মনে একটা মত্‌লব ক'রেছি। আমি দশ হাজার টাকা যোগাড় করেছি। সেই টাকাটা গোপনে তোমার বাবাকে দিয়ে যাব, মনে ক'চ্ছি। তিনি তা আমার বাপ্‌কে দিয়ে তাঁর দারুণ অর্থলিপ্সা দূর করুন্। তিনি কি এ-প্রস্তাবে সম্মত হবেন্ না। আমি তাঁকে টাকাটা ধার দিচ্ছি মাত্র! সময় হলে আমায় ফিরিয়ে দেবেন্। তাঁকে এ-কথা বল্‌তে আমার সাহস হ'চ্ছে না। বড় ভয় হ'চ্ছে। আমি টাকাটা সঙ্গে করে এনেছি। কি করে তাঁকে দিয়ে যাই, বল দেখি? [রমা নীরব]

প্রফু। রমা উত্তর দিচ্ছ না কেন?

রমা। আমি কি বল্‌ব? যত অনিষ্টের মূল আমি। কুক্ষণে আমি জন্মেছিলুম্।

প্রফু। এত আত্মগ্লানির দরকার কি? আমিই তাঁর কাছে যাচ্ছি; তাঁকে কর্জ্জস্বরূপ টাকাটা দিয়ে যাব। তিনি এতেও কি সম্মত হবেন্ না? (প্রস্থানোদ্যত) এই যে তিনি এইখানেই আস্‌ছেন্।

[হেমচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ ও অলক্ষিতে রমার প্রস্থান]

প্রফু। (কিছু ইতস্ততঃ করিয়া) আপ-নার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

হেম। কি কথা প্রফুল্ল?

প্রফু। আমি কোন দিন আপনাকে কোন অনুরোধ করি নি। আপ্‌নাকে একটী অনুরোধ কর্ত্তে এসেছি। আপনাকে তা রাখ্‌তেই হবে।

হেম। কি বল?

প্রফু। বলুন্ রাখ্‌বেন্?

হেম। তোমার অনুরোধ রাখ্‌ব না? যদি রাখ্‌বার মত হয়, অবশ্য রাখ্‌ব।

প্রফু। দেখুন্, আমি—

হেম। বল্‌তে বল্‌তে চুপ কর্লে কেন, প্রফুল্ল? বল, আমার কাছে লজ্জা কি?

প্রফু। আমার বাবা অন্যায়রূপে আপ-নার কাছে যা চেয়েছেন্, শুন্‌লুম্, আপনি আপনার বাড়ী বেচে, বাবার সেই নিষ্ঠুর প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে চেয়েছেন্।

হেম। হ্যাঁ, বাবা, নইলে ত আর আমার কোনও উপায় নেই।

প্রফু। আমি, আপনাকে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আপনি এ কাজ ক'র্কেন্ না। আমি আপনার কাছে বেশী কি বল্‌ব? বাবার এই নিষ্ঠুরতা স্মরণ করে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাচ্ছি, বড় লজ্জিত হয়েছি; আপনার কাছে, মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে।

হেম। সে কি কথা? তোমার লজ্জা কি প্রফুল্ল? আজ্‌কালকার বাজারে টাকা খরচ না কর্লে কি মেয়ের বিয়ে হয়? তোমার মত পাত্রের হাতে রমাকে দিতে পার্লে, আমি নিশ্চিন্ত হব। সে-জন্যে তোমার লজ্জার কারণ কিছুই নেই।

প্রফু। বাড়ী বিক্রী না করে, আমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়ে আমার বাবাকে দিন্। বাড়ী বিক্রী কর্কেন্ না। আপনার যখন সময় হবে, তখন আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন্।

হেম। প্রফুল্ল! তোমার হৃদয় উদার, মহৎ। তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু প্রফুল্ল! তোমার অনুরোধ রাখ্‌তে আমি অসমর্থ। এর নাম প্রবঞ্চনা। তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোমার বাপ্‌কে দোব? না বাবা, সে অধর্ম্ম আমি কর্ত্তে পার্ব্ব না। এ-সংসার ক'দিনের জন্যে? বাড়ী-ঘর, ধন, ঐশ্বর্য্য, কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়? সকলই ত গিয়েছে, না হয়, বাড়ীখানাও যাবে। এ-সব ত মানুষের সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্ম্মই মানুষের ইহ-পরকালের সঙ্গী—সহায়। জেনে শুনে, আমি এমন অধর্ম্ম কর্ত্তে পার্ব্ব না।

প্রফু। এতে অধর্ম্ম কি? আমিও ত আপনার সন্তান!

হেম। প্রফুল্ল! ক্ষমা কর। এতে আমার মন বল্‌ছে অধর্ম্ম, প্রাণ বল্‌ছে অধর্ম্ম। আমায় এ-কাজ কর্ত্তে তারা নিষেধ কচ্ছে।

প্রফু আপনি অনুগ্রহ ক'রে কর্জ্জ-স্বরূপ এ টাকাগুলি নিন্; এর পর সুবিধা হ'লে আমায় দেবেন্। (এক তাড়া নোট প্রদানে উদ্যত)

হেম। এ টাকা আমি যে পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্ব, সে আশা আর আমার নেই, প্রফুল্ল! দেখতেই ত' পাচ্ছ চারিদিকে কু-গ্রহ সকল আমায় ঘিরে রেখেছে। যদি আমার অন্য উপায় থাকৃত, তাহলে বাড়ী বেচ্‌তুম্ না। আমার রমা সুখে থাক্‌লেই আমি সুখী হব। আমার রমাকে তুমি সুখী কর! আমাকে ও অনুরোধ আর ক'র না। আমি রাখ্‌তে পার্ব্ব না। রমাকে সৎপাত্রে দেওয়া আমার কঠোর কর্ত্তব্য। তোমরা পাঁচ-জনে মিলে আমাকে সে কর্ত্তব্য হ'তে ভ্রষ্ট কর না।

[প্রস্থান]

প্রফু। (স্বগত) আমি আগেই ভেবে-ছিলুম্! আমি তোমায় চিনি। যাক্—সব আশা ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যাই হোক্, বাড়ী বিক্রী ক'র্ত্তে কিছুতেই দোব না। প্রেমের জন্যে মনুষ্যত্ব-বিসর্জ্জন দিতে পার্ব্ব না। এত নীচ আমি নই। যদি কিছু না কর্ত্তে পারি, একটী ভাল ছেলের সঙ্গে রমার বিয়ে দোব। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেক আছে, যা'রা পয়সা না নিয়ে গরীবের মেয়ে বিয়ে ক'র্ত্তে প্রস্তুত। তা'র পর আমার—! যাক্,

সে চিন্তা আর ক'র্ব্ব না। তা'হ'লে হয়ত কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হ'তে হবে।

[বহুক্ষণ পরে রমার পুনঃপ্রবেশ]

রমা। নারী-জন্মে ধিক্! যা'র জন্যে বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজনকে কষ্ট পেতে হয়, সে-জন্মে সহস্র বার ধিক্! কেন ভগবান্ গরীবের মেয়েকে চিরকুমারী থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দেন্ নি? বাবা আমার জন্যে মাথা রাখ্‌বার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট ক'র্ত্তে বসেছেন্, কিন্তু আমি বাবাকে কিছুতেই এ কাজ ক'র্ত্তে দোব না। সংসারের সুখ-ঐশ্বর্য্য আমি কিছুই চাই না; প্রফুল্লর আশা-পর্য্যন্ত আমি অনায়াসে ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্ব্ব। কিন্তু আমার বাপ মা, ভাই যে গৃহ হীন হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, আমি তা দেখ্‌তে পার্ব্ব না। এর প্রতিবিধান আমাকে ক'র্ত্তেই হবে। মেয়েমানুষ ব'লে কি কোন ক্ষমতাই নেই? (সম্মুখে দেখিয়া) এ কে!—প্রফুল্ল এখানে! প্রফুল্ল! আমায় ভুলে যাও, ভাই! অভাগিনীর স্মৃতি হৃদয় থেকে মুছে ফেল দাও, ভাই!

প্রফু। (স্বগত) রমা! আশৈশব তোমায় ভালবাসি। তুমি আমার সমস্ত হৃদয় যুড়ে ব'সে আছ। কেমন ক'রে তোমায় ভুল্‌ব? কিন্তু অন্য উপায় নেই। প্রেমের জন্যে কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিতে পার্ব্ব না। (প্রকাশ্যে) হাঁ, রমা! যেমন করেই হোক্ পরস্পর পরস্পরকে ভুল্‌তেই হবে। না হলে উভয়েরই অনিষ্ট। আমি আমার জন্যে ভাবি না। ভাবনা তোমার জন্যে! ঈশ্বরের কাছে প্রর্থনা করি, তুমি যাঁর গৃহলক্ষ্মী হবে, তাঁকে যেন সুখী ক'র্ত্তে পার; নিজেও যেন সুখী হও। তবে আজ বিদায় দাও, রমা! এ-জীবনে আর দেখা হবে না। (প্রস্থান)

রমার গীতি—

শৈশবের প্রীতি, প্রণয়ের স্মৃতি
ভুলে যাও সখা, মনে রেখ না!
মিছে ভালবাসা, মিছে প্রেম-আশা,
প্রাণে যাগে শুধু বেদনা!
সুখের আশায় বৃথা দিন যায়,
এখানে পূরে না বাসনা;
জুড়াইতে তাই, সেথা যেতে চাই,
যেথা গেলে যায় যাতনা!

পঞ্চম দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বৈঠক্‌খানা।

হেমচন্দ্র, সর্ব্বেশ্বর ও হরিদাস।

সর্ব্বে। বাবু, যা শুন্‌ছি তা কি সত্যি?

হেম। (বিরক্তি-সহকারে) কি শুন্‌ছ সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে আপনি না কি বাড়ী বেচে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে রমার বিয়ে দেবেন্?

হেম। হাঁ, এ কথা সত্যি।

সর্ব্বে। হায়! এ যে কঠোর সত্যি বাবু! এ কথা মিথ্যা হলেই ভাল হ'ত।

হেম। কেন বল দেখি?

সর্ব্বে। কেন? বাড়ীখানি বিক্রী করলে আপনাদের কি হবে, একবার ভেবে দেখেছেন্ কি?

হেম। ভেবেছি ব্যই কি! না ভেবে এ কাজ করি নি।

হরি। (উত্তেজিত-স্বরে) কি ভেবেছেন্ বাবু? আমার মাথা আর মুণ্ডু! কি ভেবেছেন্? দুঃখে কষ্টে পড়ে আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে।

হেম। বৃথা আমাকে তিরস্কার ক'চ্ছ

তোমরা। বৃথা! রমা কত বড় হয়েছে, সেটার হিসেব তোমরা রেখেছ কি ? রমা যে ১৬।১৭ বছরে পড়্‌তে চল্‌লো।

হরি। তা হোক্; এত বড় হয়েছে, না হয়, আরও একটু বড় হবে। আর দু'বছর পরে সময়টা একটু ভাল হ'লে, তখন রমার বিয়ে দিলে হয় না ?

সর্ব্বে। বাবু, বাড়ী বেচ্‌লে কি আর হবে ? সুবোধ কোথায় দাঁড়াবে ? আপনারা কোথায় দাঁড়াবেন্ ?

হেম। স্ত্রীপুত্রের হাত ধ'রে রাস্তায় দাঁড়াব, কাশীবাসী হব, তবু আমাকে এ কাজ কর্ত্তেই হবে, সর্ব্বেশ্বর! কর্ত্তব্য-সাধন কর্ত্তেই হবে। লোকে আমাকে সমাজচ্যুত করেছে, আমায় দেখ্‌লে লোকে হাসে, টিট্‌কারী দেয়। এ-সব আর আমার সহ্য হয় না। মানুষের প্রাণে আর কত সয়, বল ?

হরি। দোহাই বাবু। আপ্‌নার পায়ে পড়ি বাবু, বাড়ীখানি বেচ্‌বেন না। সুবোধের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে এইটুকু আছে। এ থেকে তাকে বঞ্চিত ক'র্ব্বেন্ না। এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে আমার কত আহ্লাদ হয়! এ আপনার বাড়ী নয়, আমার সুবোধের বাড়ী। এই বাড়ীতে আপ্‌নাদের নিয়ে কত সুখে কাটিয়েছি! আজ যে আপ্‌নি এ বাড়ী বিক্রী ক'রে ছেলে-পুলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন্, তা আমার প্রাণে সইবে না। তার চেয়ে রমা চিরকাল আইবুড় হ'য়ে থাকে, সেও ভাল।

হেম। (বিরক্তির সহিত) তোমরা সকলেই ব'লছ, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না, বাড়ী বিক্রী ক'র না।' গিন্নী বল্‌ছেন, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', মেয়ে বল্‌ছেন, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', জামাই বল্‌ছেন্, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', তোমরাও বল্‌ছ, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', কিন্তু বাড়ী না বিক্রী করে কি করি বল ?

সর্ব্বে। দিন কতক একটু সবুর করুন্, অন্য উপায় হবে। অন্য উপায়ে রমার বিয়ে দিন্।

হেম। উপায় কি? মেয়ের বিয়ে ত দিতেই হবে? লোকের কাছে যে মুখ দেখাতে পার্চ্ছি না? সমাজচ্যুত হয়েও রক্ষা পাই নি; লোকের টিট্‌কিরির জ্বালায় বাড়ীর বার হ'তে পারি না। খুনী ডাকাতেরও এমন অবস্থা হয় না। আমার যে কি যন্ত্রণা, তা তোমরা কি বুঝ্‌বে? এদিকে মেয়েরও ১৬।১৭ বছর বয়স হতে চল্‌লো। জাত-কুল যেতে বসেছে! বাপ্‌ঠাকুরদাদার নাম ডুবুবো কি? তোমরাই বল ?

সর্ব্বে। তা' কেমন ক'রে বল্‌ব বাবু? বংশের মর্য্যাদা আগে রাখ্‌তে হবে। তবে বল্‌ছিলুম কি, দিনকতক অপেক্ষা ক'র্লে ভাল হ'ত। চেষ্টা ক'র্লে যদি দু'তিন হাজার টাকায় অন্য সৎপাত্র পাওয়া যেত!

হেম। আজ কালকার বাজারে দু'হাজার টাকায় ভাল ছেলে মেলে না। ছেলের বাজার বড় চড়া। আর দু'তিন হাজার টাকায় যে-সব ছেলে পাওয়া যায়, তেমন ছেলের হাতে রমাকে দিতে পার্ব্বো না! বাপ্ হয়ে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পার্ব্বো না। বৃথা বল্‌ছ তোমরা, আমি স্থিরসঙ্কল্প। জানইত আমি যা ঠিক্ করি, তার কখনও নড়্‌চড়্ হয় না। (প্রস্থান; অপর দিক্ দিয়া সর্ব্বেশ্বর ও হরিদাসের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর ;—

সুসজ্জিতা রমা।

রমা। জীবনের সাধ, জন্মের সাধ, এ পৃথিবীর সাধ, আজ আমায় মিটিয়ে নিতে হবে! এ পৃথিবীর আলো, চাঁদের হাসি, ফুলের শোভা আর দেখ্‌তে পাব না। এই শেষ দেখা! যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কি এ-সব নেই? কে জানে? থাক্ আর নাই থাক্, এ পৃথিবী থেকে আজ আমায় বিদায় নিতে হবে, তাই-আজ মনের সাধে সেজেছি। এক দিন ত' এ প্রাণ যাবেই, তবে আর এর জন্যে এত মায়া কেন? যেতে যখন হবে, তখন দিন থাক্‌তে যাওয়াই ভাল! ভগবান্! নারীজন্ম বড় পরাধীন, তোমার সংসারে আর নারীর সৃষ্টি করো না! নারী-জন্মের এত জ্বালা! মেয়ে জন্মালে যদি বাপ্-মা ভাইকে এত কষ্ট পেতে হয়, তবে তোমার পৃথিবী থেকে মেয়ের সৃষ্টি লুপ্ত ক'রে দাও। আমার জন্যে আমার বাপ্ মা, কোলের ভাই আশ্রয়হীন হয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি সুখভোগ কর্ব্বো? না না, তা কখনও হবে না। আপনি নিরাশ্রয় হ'য়ে বাবা কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবেন্, লোকনিন্দার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ কর্ব্বেন্, সমাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন্, আর যত অনিষ্টের মূল আমি উচ্চশিক্ষিত রূপ-গুণবান্ স্বামী নিয়ে সুখে ঘরকন্না ক'র্ব্ব! কেন? নারী কি এতই হেয়? এতই অপদার্থ? এত ঘৃণিত স্বার্থপর! নারী-জন্মে কি মনুষ্যত্ব থাকে না? নারীর প্রাণে কি কোন শক্তিই নেই? আমাদেরই দেশের মেয়েরা একদিন গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছিল, তাঁরা শাস্ত্র-চর্চ্চায় ঋষিদের পরাস্ত ক'রেছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে দীপ্ত বীর পুরুষকেও পরাজিত ক'রেছিল, আবার দরকার হলে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের প্রাণ জ্বলন্ত আগুনে বিসর্জ্জনও দিয়েছিল। আমিও সেই দেশের মেয়ে, আমিও দেখাব, এখনও হিন্দুর কন্যার প্রাণে শক্তি আছে। তারা মরতেও ভয় করে না। আর নিষ্ঠুর সমাজও দেখুক্, মেয়ের জন্যে বাপ্‌কে পথে বস্‌তে হয় না। তারা নিজের উপায় নিজে ক'র্ত্তে জানে। প্রফুল্লর হৃদয় কি উদার, কি মহৎ! টাকা নিয়ে বাবাকে কত সাধা-সাধি কর্লেন্, ধার দিতে চাইলেন্! বাবা নিলেন্ না। কেন নেবেন্? এত ধার নেওয়া নয়, ভিক্ষা নেওয়া। এত টাকা বাবা এখন কি ক'রে শুধ্‌বেন্? তিনি ভিক্ষা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন্? ছিঃ ছিঃ—কেন তিনি একাজ ক'র্ব্বেন্? বাবার কাজ বাবা ক'রেছেন্। সমাজ যদি আমাকে অবিবাহিতা থাকতে না দেয়, আমাকে স্বাধীনতার মুক্তবাতাস উপভোগ কর্ত্তে না দেয়, তবে এইবার আমার কাজ আমি কোর্ব্বো। বাড়ীর লেখা-পড়া সব শেষ হয়ে গেছে, পরশু রেজিষ্ট্রী হবে ; আজ আমাকে না গেলেই নয়। আর এ পৃথিবীর মায়া কল্লে চল্‌বে না। অন্য পথ আর নাই। মা, মা, বাবা, তোমা-দের আদরের রমা আজ চল্‌লো! যাবার সময় তোমাদের একবার বলে যেতে পাল্লে না। বল্‌লে ত আর তোমরা যেতে দেবে না! প্রাণের ভাই সুবোধ! আর তোর্ সঙ্গে দেখা হবে না, ভাই! একদণ্ড আমার

কাছ নইলে থাক্‌তে পার্ত্তিস্ না, আজ আমি তোকে জন্মের মতন ছেড়ে চলেছি। রাগ করিস্ নি ভাই!—প্রফুল্ল! প্রিয়তম! এ জন্মে আমাদের মিলন হ'ল না! যেন জন্মান্তরে তোমায় পাই! অভাগিনীকে ভুলে যাও, তুমি সুখী হও। (করযোড়ে) ভগবান্! অবলাকে ক্ষমা কর। জানি না, কোথায় যাচ্ছি!—তোমার নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় আলোকে কি অনন্ত অন্ধকারে! কিন্তু কি করি! উপায় কি! না, আর না, এই ঠিক্ সময় হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে! যাই, যাই! কেউ দেখ্‌তে পাবে না। হে দেবি—! অভাগিনীকে কোলে স্থান দিও, সতি! (প্রস্থান)

[প্রফুল্লর প্রবেশ]

প্রফু। শৈশবকাল থেকেই এই বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! এর ঘর, দালান, বাগান, পুখুর, প্রত্যেক স্থানটী আমার ভালবাসার সামগ্রী সকলের চেয়ে ভালবাসতুম্ সেই ফুলটী! সযত্নে সেই ফুলটীকে রক্ষা ক'রেছি! আশা ছিল, এক দিন হৃদয়ে ধারণ কোর্ব্বো। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হ'ল না। এমন কি পুণ্য ক'রেছি যে, সেই অমূল্য রত্ন লাভ কোর্ব্বো? অথচ ইচ্ছা ক'র্লেই এখনও পাই! কিন্তু তা হ'লে একটী ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করা হবে। এ সামান্ত লোক নয়। এমন পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মভীরু, উদার, মহৎ লোক সংসারে বিরল! এমন লোককে গৃহহীন ক'রে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা পশুর কাজ। আমি মানুষ হ'য়ে তা কেমন করে কর্ব্ব? না, তা' কখনই পার্ব্ব না। যেমন ক'রে হোক্ রমাকে ভুল্‌বই। তা' না হ'লে বৃথা আমার শিক্ষা, বৃথা আমার চরিত্রগঠন, বৃথা আমার জন্ম। পুরুষ হ'য়ে এটুকু সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব না? নিশ্চয় কর্ব্ব! এ-সব নভেলি প্রেম আমার সাজে না। হায়! আগে আমি নভেলের প্রেমের কথা শুনে হেসে উঠ্‌তুম্; ভাব্‌তুম্, সে আবার কি!—কবির কল্পনামাত্র। কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি, 'ভালবাসা' ব'লে একটা জিনিষ আছে, আছে। তা' চ'খে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, হাতে স্পর্শ করা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাসিকায় ঘ্রাণ করা যায় না, জিহ্বায় আস্বাদ করা যায় না, কিন্তু প্রবলভাবে অনুভব করা যায়। কবি বলেছেন, 'ভালবাসা' স্বর্গীয়,—লাভ ইজ্ হেভ্‌ন্, এণ্ড হেভ্‌ন ইজ্ লাভ—("Love is heaven and heaven is love") সে কথা ভুল। ভালবাসা বড় ভীষণ জিনিষ। ভালবাসা মানুষকে অন্ধ করে, দিগ্-বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য করে, কর্ত্তব্যভার ভুলিয়ে দেয়। আমিই জানি, হৃদয়ের সঙ্গে কি যুদ্ধ ক'চ্ছি। যাক্,—আবার সে চিন্তা কেন? মনে করেছিলুম্, রমার সঙ্গে শেষ দেখা ক'রে যাব, কিন্তু তা' আর যাব না। তা'তে কোনও লাভ নেই; তাকে যন্ত্রণা দেওয়া মাত্র। তা'র হৃদয় আমি জানি, সে আমায় কত ভালবাসে, তা' জানি। সে ত আর নিতান্ত বালিকা নয়! তা'তে তা'র মহান্ অনিষ্ট। আমি তাকে ভালবাসি, কেমন ক'রে তার অনিষ্ট ক'র্ব্ব? আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। কি জানি, আমার অনিচ্ছায় আমার প্রাণ যদি তা'র কাছে আমায় টেনে নিয়ে যায়। শীগ্‌গির আমি বিদেশে চলে যাব। তবে এখানকার

কাজটা শেষ ক'র্ত্তে হবে। রমার বিয়ের ঠিক্ ক'রে ফেলেছি; তা দিয়ে যেতে হবে। এ রত্নহার যে গলায় পর্ব্বে, সে ভাগ্যবান্।—তা'র অদৃষ্টেই আছে। একবার হেমবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। তাঁকে ব'লে আসি, বাড়ী বিক্রী ক'র্ত্তে হবে না, আমি সৎপাত্র ঠিক্ করেছি। আপনার একটী পয়সাও দিতে হবে না।

[বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে]

এ কি! বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে বুক কাঁপ্‌ছে কেন? হৃদয়, স্থির হও, আমায় জ্বালাতন ক'র না। তা হ'লে তোমায় উপ্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেলব। রমা? রমা আমার কে? কেউ নয়। সে আমার কেউ নয়—পরম শত্রু!—

[হরিদাসের বেগে প্রবেশ]

হরি (ব্যস্তভাবে) এ কে! প্রফুল্লবাবু? সব শেষ! (সক্রন্দন) রমার ভস্মাবশেষ!—

*   *   *   *

অন্নপূর্ণা। (সক্রন্দন) রমা রমা, মা আমার, কোথায় গেলি? আমায় সঙ্গে নিয়ে যা। আমায় ছেড়ে যে তুই একদণ্ড থাকৃতে পার্ত্তিস না মা, কেমন ক'রে জন্মের মতন ছেড়ে চল্‌লি? ওঃ—মা গো, আমার কি হ'ল? আমি কোথায় যাব! বাপ্‌রে!—

সপ্তম দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

হেম। সব ফুরিয়ে গেছে, সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে! আর কোনও আত্মীয় জান্‌তে আসে না, আমার মেয়ের বিয়ে হ'ল কি-না! মেয়ে বড় হ'য়েছে ব'লে আর কোন বন্ধু আত্মীয়তা ক'র্ত্তে আসে না। সব চুপ চাপ্, সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ! সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে! এত দিন ভাবনায় কারও ঘুম হ'ত না, আজ আমার স্বদেশবাসীরা নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে ঘুমুচ্ছে। এ বাংলা রসাতলে যাক্। যে-দেশের লোক পরনিন্দা পরকুৎসা নিয়েই থাকে, পর-পীড়নে যে দেশের লোকের উল্লাস, পরচর্চ্চায় যে দেশের লোকের উৎসাহ, যে দেশে কেউ কারও ভাল দেখ্‌তে পারে না—যে দেশে মানুষ মানুষের হিংসা করে, যে দেশের লোকের আত্মোন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা নাই, নিজের অধঃপতন নিজে বুঝ্‌তে পারে না, সে দেশ উৎসন্ন যাক্। রমা, আমার রমা কোথায় গেল? রমা, রমা, আয়, একবার কাছে এসে দাঁড়া; একবার 'বাবা' ব'লে ডাক্! তুই চিরকুমারী হয়ে থাক্‌তে চেয়েছিলি, কেন তোকে আমি তা' রাখি নি? তা'হলে ত এমন ক'রে হৃদয় জ্বল্‌ত না। আমিই তোকে মেরে ফেলেছি। আমি বাপ্, তোকে সৎপাত্রে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য, আমি তা পারি নি! আমাকে নিষ্ঠুর সমাজের হাত থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্যেই আমার স্নেহময়ী কন্যা আত্মবলি দিয়েছিস্।

[প্রফুল্লর প্রবেশ।]

কে?—প্রফুল্ল? প্রফুল্ল, কে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'র্লে? আমি ত কারও কোন অনিষ্ট করি নি?

প্রফু। আপনি জ্ঞানী। আপনাকে আর আমি কি বোঝাব? সে পাপ-সংসারের নয়, কেন সে এ পাপ-সংসারে থাক্‌বে? দু'দিনের জন্যে এসেছিল, নিজের মহত্ব দেখিয়ে কাজ করে চলে গেছে তা'র এ আত্মহত্যা নয়, এ আত্মবিসর্জ্জন।

হেম। ঠিক্ বলেছ। সে স্বর্গের দেব-বাণী। আমি সংসারের অধম জীব, তাই সে ঘৃণায় আমায় ছেড়ে চলে গেছে!

প্রফু। আপনি কাতর হবেন্ না। রমা সংসারে অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে গেছে। তার এ অদ্ভুত আত্মত্যাগ সমাজের গায়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। তা'র এই আত্ম-বিসর্জ্জন অন্ধ সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে। জানবেন্, অমঙ্গলের ভিতরেও ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত নিহিত আছে।

হেম। ভুল প্রফুল! ভুল! সব ভুল! আমাদের সমাজের চো'খ ফুট্‌বে? তা' তুমি মনেও স্থান দিও না। আমরা জোরে কলম চালাতে পারি, বক্তৃতার স্রোতে দেশ ভাসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। এই হচ্ছে আমাদের স্বভাব, এই আমাদের ধর্ম্ম, এই আমাদের নীতি, এই আমাদের অস্থি-মজ্জাগত গুণ। যুগ-যুগান্তরেও এ নীতির ব্যতিক্রম ঘট্‌বে কি না সন্দেহ!

[যবনিকা-পতন]

(সমাপ্ত)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

জিজ্ঞাসা

মানস-নন্দনজাত কল্প-লতিকার
একটি কুসুম যদি দিই উপহার
পদপ্রান্তে, মহারাজ! তুমি স্নেহ হাসি,
তুলে কি নেবে না তা'রে আদরে সম্ভাষি?

হৃদয়-গহনপ্রান্তে ভাবের দেউলে,
সহসা কখনো যদি দীপখানি জ্বলে
ভকতি অমৃতদীপ্ত, আরতির তরে,
তোমারে কি পাইব না বিজন মন্দিরে!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা

আতুরের ভিক্ষা

আমি পাতকী বলিয়া করিও না হেলা,
　　রাখিও না দূরে ফেলিয়া হে,
আমার পাপের মাঝারে বসতি বলিয়া
　　ঘৃণায় যেও না চলিয়া হে!
আমার দিবস যামিনী বৃথা কাজে যায়,
　　তোমারে থাকি গো ভুলিয়া হে,
এ জগতে হায়, বড় পাপী আমি,
　　রাখিও না পায়ে ঠেলিয়া হে!
মনে হয়, বুঝি, কেহ নাই মোর,
　　একাই চলেছি আঁধারে হে;

শুনেছি হে তুমি অগতির গতি,
　　তুমি কি ছাড়িবে আমারে হে?
সম্বলহীন সহায়-বিহীন
　　মোর ভরসা তোমার চরণ হে,
তাই আর্ত্ত কাতরে ডাকে বারে বারে,
　　মাগে গো তোমার শরণ হে!
দীন হতে দীন, অতিদীন আমি,
　　মোরে হের প্রভু, আঁখি মেলিয়া হে,
অধম-তারণ পতিত-পাবন,
　　কোলে মোরে লহ তুলিয়া হে!

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু জ্যোতিষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সূর্য্যের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-পথটী ক্রান্তি-বৃত্ত বা রাশিচক্র-নামে অভিহিত। অন্য গ্রহগণের পৃথক্‌-পৃথক্ ভ্রমণের পথ আছে; তাহাদিগকে সেই সেই গ্রহের বিমণ্ডল বলে। কিন্তু তাহাদেরও পরিমাণ গণনা-দ্বারা রাশিচক্রেই স্থিরীকৃত হয়। অশ্বিনী নক্ষত্র রাশিচক্রের আদি। ইহা হইতেই মেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশি গণিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাশিচক্রে ৩৬০ অংশ, তাহাতে ১২ রাশি; সুতরাং প্রতি ৩০ অংশে এক একটী রাশি হইয়া থাকে।

রাশির নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা,
তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ মীন।

রাশিচক্রে ২৭টী নক্ষত্র কল্পিত হয়। এজন্য ৩৬০ অংশকে সমান ২৭ ভাগ করিলে প্রতি ১৩ অংশ ২০ কলাতে (৬০ কলায় ১ অংশ) এক একটী নক্ষত্র হইয়া থাকে। নক্ষত্রগণের নাম—১। অশ্বিনী, ২। ভরণী, ৩। কৃত্তিকা, ৪। রোহিণী, ৫। মৃগশিরা, ৬। আর্দ্রা, ৭। পুনর্ব্বসু, ৮। পুষ্যা, ৯। অশ্লেষা, ১০। মঘা, ১১। পূর্ব্বফল্গুনী, ১২। উত্তরফল্গুনী, ১৩। হস্তা, ১৪। চিত্রা, ১৫। স্বাতী, ১৬। বিশাখা, ১৭। অনুরাধা, ১৮। জ্যেষ্ঠা, ১৯। মূলা, ২০। পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১। উত্তরাষাঢ়া ২২। শ্রবণা, ২৩। ধনিষ্ঠা, ২৪। শতভিষা, ২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬। উত্তরভাদ্রপদ, ২৭। রেবতী।

প্রত্যেক রাশি রাশিচক্রের ১২ ভাগের এক ভাগ। প্রত্যেক নক্ষত্র রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ। এজন্য $\frac{২৭}{১২}$ বা ২$\frac{১}{৪}$ অর্থাৎ প্রত্যেক সওয়া দুই নক্ষত্রে এক একটী রাশি হইয়া থাকে।

অশ্বিনী, ভরণী, ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ (চতুর্থাংশকে পাদ বলে) মেষ-রাশি। এইরূপে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, রোহিণী ও মৃগশিরার প্রথমার্দ্ধ বৃষরাশি। মৃগশিরার শেষার্দ্ধ, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুর প্রথম তিন পাদ মিথুনরাশি। পুনর্ব্বসুর শেষ পাদ, পুষ্যা ও অশ্লেষা কর্কট-রাশি। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তর-ফল্গুনীর প্রথম পাদ সিংহরাশি। উত্তর-ফল্গুনীর শেষ তিন পাদ, হস্তা ও চিত্রার প্রথমার্দ্ধ কন্যারাশি। চিত্রার শেষার্দ্ধ, স্বাতী ও বিশাখার প্রথম তিনপাদ তুলারাশি। বিশাখার শেষপাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা বৃশ্চিক রাশি। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার প্রথম চরণ ধনুরাশি। উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন চরণ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার প্রথম অর্দ্ধেক মকররাশি। ধনিষ্ঠার শেষার্দ্ধ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম তিন পাদ কুম্ভ। পূর্ব্বভাদ্রপদের শেষ পাদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী মীনরাশি নামে অভিহিত হয়।

সূর্য্য এক বৎসরে বা ১২ মাসে রাশিচক্র অর্থাৎ ১২ রাশি পরিভ্রমণ করেন্; এজন্য এক রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যত সময় লাগে, তাহাই এক মাস। মেষ-রাশিতে সূর্য্য অবস্থান করিলে বৈশাখ মাস, বৃষরাশিতে থাকিলে জ্যৈষ্ঠ মাস ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার ১২ মাসে ১২ রাশি-ভোগ পূর্ণ হয়।

ইহার কাল ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩২ পল (৬০ পলে ১ দণ্ড) অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।

৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩২ পলকে সমান ১২ ভাগ করিলে গড়ে ৩০ দিন ২৬ দণ্ড ১৮ পল, এক মাসের দিনসংখ্যা হয়। কিন্তু সূর্য্যের গতি প্রতিদিন সমান নহে। গতির হ্রাস হইলে অধিক সময়ে ও গতির বৃদ্ধিতে অল্পদিনে রাশি-ভোগ সমাপ্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়-সময়ে সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থিত সম্পূর্ণ দিনটী রাশি-অনুসারে সেই মাসের তারিখরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা সংক্রান্তি-দিবসে অহোরাত্রের ভিতরে যে কোন সময়ে সংক্রান্তি অর্থাৎ সূর্য্যের অন্য রাশিতে গমন হইলেও সূর্য্যোদয়-রাশি অনুসারে সম্পূর্ণ দিনটী পূর্ব্বমাসের ভিতর থাকে। এইরূপে ২৯ দিন হইতে ৩২ দিন পর্য্যন্ত মাসের দিন সংখ্যা হইয়া থাকে।

আমাদের বঙ্গদেশে যেরূপ সূর্য্যের মেষ-বৃষাদি-রাশিভোগ অনুসারে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি সৌর মাস ও তাহার দিনসংখ্যা-দ্বারা মাসের তারিখ গণিত হয়, আসাম, উড়িষ্যা এবং পঞ্জাবেও সেইরূপ সৌর মাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে চান্দ্র মাস অনুসারে মাস-ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত।

চান্দ্র মাসে দুইটী পক্ষ। যে পক্ষে চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহার নাম কৃষ্ণপক্ষ এবং যে পক্ষে চন্দ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহার নাম শুক্লপক্ষ। কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে একটী গৌণ চান্দ্র মাস হয়। এই গৌণ চান্দ্রের তিথি তাঁহারা তারিখের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন্। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে মুখ্য চান্দ্র মাস বলে ইহার তিথি তারিখের ন্যায় ব্যবহৃত হয় না; কেবল কোন কোন ধর্ম্মকার্য্যে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ১২টী মুখ্য চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হয়। যে-বৎসরে মলমাস হয় অর্থাৎ যে-বৎসরে কোন সৌরমাসে দুইটী শুক্ল প্রতিপদ্ আরম্ভ হয়, সেই বৎসরে একটী চান্দ্র মাস অধিক হয়। এই অধিক চান্দ্র মাসটীকে মলমাস বলে। এ-নিমিত্ত সেই বৎসরে ১৩টী চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে। চৈত্র-মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে চান্দ্র বৎসরের আরম্ভ হয়। শকাব্দ ও বঙ্গদেশের সন, উড়িষ্যার বিলায়তী প্রভৃতি বৎসর সৌরমাস হিসাবে এবং সংবৎ, হিজরী প্রভৃতি চান্দ্রমাস-হিসাবে গণিত হয়।

তিথি-অনুসারে তারিখের ব্যবহার অত্যন্ত অসুবিধাজনক। কারণ, কখন কখন একদিনে দুইটী তিথি শেষ হয়, কখনও বা দুই দিনেও এক তিথি থাকে। এই অসুবিধার জন্য আজ-কাল ঐ সকল প্রদেশে ইংরাজী-মাসের তারিখই সমাদরে গৃহীত হইতেছে। আমার মনে হয়, জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে ঐ সকল স্থলেও বিদেশীয় তারিখ ব্যবহার না করিয়া, ভারতেরই কোন প্রদেশের তারিখ ভারতের সকল প্রদেশের তারিখ-রূপে ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এজন্য পশ্চিম-ভারতের ঐ সকল প্রদেশে এ বিষয়ে বহু আন্দোলনও চলিতেছে। বঙ্গদেশের তারিখে এরূপ কোন অসুবিধা নাই; মাস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক তারিখ বাড়িতে থাকে। এইজন্য সমগ্র ভারতে বঙ্গদেশের ন্যায় তারিখ-ব্যবহারের আবশ্যকতা

দেখাইয়া এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত সম্মেলন-নামক মাসিকপত্রিকায় আমিও কয়েকবার প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

বঙ্গদেশেও অল্পদিন হইল, যুক্তি-ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিরুদ্ধ একটী কুপ্রথা তারিখ-ব্যবহারে প্রচলিত হইতেছে। ইহাতে কখন কখন মাসের তারিখ পরিবর্ত্তিত হয়। এজন্য হিন্দুস্থানীয়দিগের প্রকাশিত পঞ্জিকার বাংলা তারিখের সহিত বাঙ্গলার পঞ্জিকার তারিখের অনৈক্য ঘটিয়া থাকে।

কুপ্রথাটী এই :—যদি রাত্রি দুই প্রহরের পর সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, তবে সংক্রমণের পরের দিনটীও পূর্ব্ব মাসের মধ্যেই ধরা হইয়া থাকে।

যেমন, ১৩২৫ সালের ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি ঘ ১।১০ মিনিটের সময়ে সূর্য্য কর্কট রাশিতে গমন করায় ভাদ্রমাস ঐ সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, পঞ্জিকাতেও যথাবিধি ভাদ্র প্রদং ৪৮।৪৭ রাত্রি ঘ ১।১০ লেখা হইয়াছে, কিন্তু পরদিন শনিবার '১লা ভাদ্র' না লিখিয়া পঞ্জিকায় ৩২ শ্রাবণ লেখা হইয়াছে। হিন্দুস্থানীয় পঞ্জিকায় কিন্তু '১লা ভাদ্রই' লেখা হইয়াছে। এইরূপ মাস-ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু বিদ্বদ্‌ব্যক্তি লেখনী-পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফললাভ হয় নাই। সুপ্রথাই হউক্ বা কুপ্রথাই হউক্, বঙ্গবাসীর উর্ব্বর মস্তিষ্কে যাহা একবার নিহিত হইবে, তাহা কিছুতেই অপসারিত হইবার নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-জ্যোতিস্তীর্থ।

"বন্ধু মোরে বলেছিল।"

১

বন্ধু মোরে বলেছিল
আকাশ-পানে চাইতে,
নীল সাগরে দৃষ্টি-তরী
বাইনু আমি তাইতে!
ওই সুদূরের অসীমতা,
শ্রান্তিবিহীন উদারতা,
প্রাণের আমার সকল ব্যথা
শিখিয়ে দিল সইতে!

২

বন্ধু মোরে বলেছিল
চাইতে আকাশ পানে,
চন্দ্র যেথায় তারার দলে
মগ্ন মহাধ্যানে!
উজল মধুর স্তব্ধ সাঁঝে
এই যে বিরাট শান্তি রাজে,
অশান্ত মোর পরাণ মাঝে
পূরায় শান্তি গানে!

৩

বন্ধু মোরে আকাশ পানে
চাইতে বলেছিল ;
অনন্ত ওই নীলের মাঝে
যেথা খেল্‌ছে ছায়া আলো,
ওই যে আমার প্রাণের সখা
নীলের আভা অঙ্গে মাখা,
সূর্য্য চন্দ্র ভালে আঁকা,
প্রাণের মাঝে এলো!

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যা

স্বপ্নাহত।

হে প্রিয়, ফিরিয়া নাহি য'ব রাজপুরে।
স্বপনে হেরিনু যারে, কোথা গেলে পাব তা'রে,
কোন্ দূর সমুদ্রের কোন্ নদী-তীরে ?
দূরে যাক্ ধনুর্ব্বাণ, র'ল অসি খরশান,
তূণীর পড়িয়া থাক্ স্তব্ধ বটমূলে !
মিছে সখা, রাজবেশ, ভ্রমর-নিন্দিত কেশ ;
দহিছে হৃদয় মম বিরহ-অনলে।
কোথা সমুদ্রের মাঝে, সেই স্বর্ণপুরী রাজে,
সোনার পালঙ্কে কোথা হৃদয়-রতন ?
ছড়াইয়া এলোচুল, দলিয়া বকুল ফুল,
কোথা মহীয়সী বালা ঘুমে অচেতন ?
জিনিয়া ভাস্কর-ভাতি, কোথা সে তনুর দ্যুতি,
কই সে অধর-প্রান্তে অমলিন হাসি ?
ভুবন ভ্রমিয়া সখা, কোথা তা'র পাব দেখা,
কোন্ পাতালেতে কোন্ ত্রিদিবেতে প'শি ?
হের প্রিয়, নদী-নীরে, রবিকর মূর্চ্ছি পড়ে,
শরৎ-প্রভাত কাঁদে কাহারে স্মরিয়া !
পুষ্পগন্ধ বহি' ধীরে, সমীর কাঁদিয়া ফিরে ;—
তাহারো কি প্রিয়তমা গিয়াছে ছাড়িয়া !
তা'রো কি জাগিছে মনে সুনিবিড় আলিঙ্গনে,
একটি নিশার সেই বাসর-যাপন ?
সেও কি আমারি মত, নিশা-শেষে স্বপ্নাহত,
আকাশে বাতাসে হেরে প্রিয়ার আনন ?
শরতের দিবাশেষে চন্দ্রমা উদিবে হেসে,
জোছনায় পুলকিয়া বিশ্বচরাচর,
আমার হৃদয়-নভে শুধু কি জাগিয়া রবে
চির-মৌন অন্ধকার অসীম দুস্তর !
যাও বন্ধু, যাও ফিরে, আবার উজ্জানীপুরে,
মদন রহিল হেথা, চাহিও না ফিরি।
নাহি চাহি রাজ্য-ধন, মণিময় সিংহাসন ;
কোথা মধুমালা কোথা হৃদয় ঈশ্বরী !

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

বাইগ্রস্ত ননীবালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—উপবাস।

"কৈ গো, কোথায় গো ?"

কাহারও সাড়া-শব্দ না পাইয়া, পশুপতি-বাবু উঠানে পাইচারি করিতে করিতে আবার ডাকিলেন, "কৈ গো, কোথায় গেলে ? একবার এ দিকে এস না ?"

ঝি, নিরুর মা রান্নাঘর ধুইতেছিল ; সে বলিল, "মা, নীচের ঘরে গঙ্গাজল ছড়াচ্চেন্।" পশুপতিবাবু একটু সরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তখনও রান্নাঘরের উনানে আগুন পড়ে নাই। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কৈ ! এখনও রান্নাঘরে আগুন পড়ে নি ! আমি কাল দশবার বলেছি, আমাকে আজ সকাল সকাল বেরুতে হবে।"

ঝি চুপ করিয়া রহিল। বাবু এ-দিক্ ও দিক্ চারিদিক্ চাহিয়া পত্নীর উদ্দেশে গমন করিলেন। ননীবালা তখন ছেলেদের বিছানা গুটাইয়া তাহাতে গঙ্গাজলের ছিটা দিতেছেন্। পশুপতিবাবু বলিলেন, "এ কি ! আমি না তোমাকে কাল বলে রেখেছিলাম

যে, আমাকে আজ সকাল সকাল বেরুতে হবে? আমার আপিসে ইন্‌স্পেক্‌সন হবে; কমিসনার সাহেব আস্‌বে!"

ননীবালা চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তরই দিলেন্ না। তিনি আপনার মনে ছেলেদের বিছানায় গঙ্গাজলের ছিটা, ঘরের মেজেতে গঙ্গাজলের ছিটা, ছেলেদের কাপড়-চোপড়ে গঙ্গাজলের ছিটা; প্যাঁটরা বাক্‌স, সিন্দুকে গঙ্গাজল লেপন-কার্য্যে বিব্রত। পশুপতিবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি পাগল না কি? কি ক'র্‌চো? দেখ্‌চো না—হু হু করে বেলা হ'য়ে গেল! এখনও রান্না-ঘরে আগুন প'ড়্‌লো না?"

ননীবালা তখন বলিলেন, "এই যা-চ্ছি, তুমি চল, তুমি চল।" পশুপতিবাবু বলিলেন, "তুমি এখানে জল ছড়াচ্চো, আর আমার সেখানে মধু ছড়াবে!"

ননীবালা একটু হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, কেন? এই চল না, যাচ্ছি।" পশুপতি-বাবু তাহার বিলম্ব দেখিয়া আবার বলিলেন, "তুমি এখানে গঙ্গাজল দিতেছ, আপিসে আমাকে মিছরির জল দেবে!" ননীবালা তখন বলিলেন্, "অমন আপিসে চাক্‌রি কর কেন? একদিন সুখ অসুখ নেই, একদিন সুবিধা অসুবিধা নেই! রোজ এক সমান ভাবে কি পেরে ওটা যায়!" পশুপতিবাবু তখন বলিলেন, "তুমি ত প্রায় রোজই এই রকম বেলা ক'রে থাক। শুধু ত আজ বলে নয়! তুমি জান, আমাদের কেরানীগিরি কাজ, আমরা ক্রীতদাসেরও হীন! লোকে খুন ক'রেও অব্যাহতি পেতে পারে, কিন্তু আমাদের নিষ্কৃতি নাই;—আমাদের পাপে থেকে চুণ খস্‌লেই বড় বিপদ্! বড় সাবধান হ'য়ে কাজ ক'র্‌তে হয়, জান? আমাদের প্রত্যহ সাপের সঙ্গে খেলা। কখন্ ছোবল মার্‌বে, তা'র ঠিক্ নেই!

ননীবালা তখন বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ও—ও-ঝি—ই-ই; ও-ঝি-ই।" ঝি উত্তর দিল ক্যানো-ও-ও?"

ননী। তুই শীগিগ্‌র উনুনে আগুন দে। বাবু সকাল সকাল বেরুবেন্।

ঝি। আমি অনেকক্ষণ আগুন দিয়েছি। উনুন্ পুড়্‌চে। আপ্‌নি এলে হয়!"

ননীবালা ঘর হইতে বাহির হইয়া, একটু তৈল গায়ে-মাথায় দিয়া তাড়াতাড়ি কলে গেলেন্। কলে যত জল মাখেন্, কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় না! একবার, দুইবার, দশবার গায়ে মাথায় জল ঢালিলেন, তবুও তাঁহার স্নান-কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। এ-দিকে ছেলেরা স্কুলের ভাতের জন্য তাড়া লাগাইল।

ঘড়ি ত আর কাহারও হাত ধরা নয়। সে আপনার মনে টিক্ টিক্ করিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যদেবও আকাশে উঠিয়া যেন আলস্য-পরতন্ত্র ও দীর্ঘসূত্রী গৃহিণীগণকে চোখ রাঙাইতেছেন্। দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে সাড়ে নয়টা বাজিল। তখন ননীবালা আসিয়া গৃহদেবতা নারায়ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি একবার গড় করেন্, দুইবার গড় করেন্, দশবার গড় করেন্ তবুও, তাঁহার মনের শান্তি হয় না।

পশুপতিবাবু আবার আসিয়া বলিলেন্, "কিঁ গো, ভাত হ'ল?" তখন ননীবালা তাড়াতাড়ি আসিয়া ভাত চড়াইয়া দিলেন। পশুপতিবাবু দেখিয়া অবাক্! তিনি কিয়ৎক্ষণ

ননীবালার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দিব্যি, অগ্নিসুন্দর! এ-রকম হ'লে আর চাক্‌রী থাক্‌বে না! আমাদের অশেষ দুর্গতি হবে!"

এই বলিয়া তিনি আপিসে চলিয়া গেলেন। ছেলেরা ২।৪ গ্রাস অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া এগারটার সময়ে স্কুলে গেল। কর্ত্তা-গৃহিণীর অন্ন-ব্যঞ্জন চাপা রহিল। নিরুর মা রান্নাঘর ধুইয়া ভাত লইয়া চলিয়া গেল। বেলা একটা বাজিল।

পাড়ার ভূতোর মা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বেড়াইতে আসিয়া বলিল, "কেনরে ঝি, তুই এখনও বাড়ী যাস্ নে?" সে বলিল, "কি করে যাব মা?"

ভূতর মা।—কেন?

ঝি। এখনও সকলের খাওয়া দাওয়া হয় নি। বাবু না খেয়ে অম্‌নি চলে গেছেন্।

ভু, মা।—তোর মা'র খাওয়া হয়েচে?

ঝি।—না—আ,—তাঁর আর বাবুর ওই ভাত বাড়া রয়েছে।

ভু, মা।—বাবুর খাওয়া কেন হ'ল না?

ঝি (হাত নাড়িয়া)—বেলা—বেলা গো! বাবুর আপিসে কি কায ছেল, বেলা হ'লো, চলে গেলেন্।

ভূতর মা নাক-মুখ নাড়িয়া বলিল, "নে বাপু, তুই নে, তোর মায়ের গুণ জানা আছে। তোর আর ঢাক্‌তে হবে না। কোন্ দিন তোর বাবু সকাল সকাল আপিসে যায়?" ঝি চুপ করিয়া রহিল। ভূতর মা বলিল, "ঐ রকম কল্লেই তোর বাবুর চাকরিটী যাবে, আর তোরা ঘরে ব'সে বসে খাবি আর কি!" এই বলিয়া ভূতর মা চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আপিস্।

বরাহনগরের কুটীঘাটার রাস্তায় একজন পথিক সর্ব্বাগ্রে দ্রুতপদে চলিয়াছেন্। ষ্টীমারের ভোঁ শুনিয়া তিনিও ভোঁ দৌড় দিলেন। ষ্টীমার যত ভঁস্ ভঁস্ করিয়া ধূমোৎগিরণ করিতে লাগিল, কুটিওয়ালা বাবুরা তত ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পেটের ভাত আর জল ঢকাস ঢকাস করিয়া নড়িতে লাগিল! আমাদিগের পশুপতিবাবু ঐ অগ্রগামী ব্যক্তি। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলেন্।

ষ্টীমার যথাসময়ে ছাড়িয়া দিল। গস্ গস্ শব্দে গঙ্গাবক্ষের বীচিমালা ভেদ করিয়া ষ্টীমার আসিয়া হাবড়া-পুলের ঘাটে ধরিল। আরোহিগণ তাড়াতাড়ি নামিয়া আপিস-পানে ছুটিলেন। আমাদিগের পশুপতিবাবুও তাড়াতাড়ি আসিয়া ট্রামে উঠিলেন।

তিনি যখন আলিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় ১১টা, সাড়ে এগারটা। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া অষ্টমীর ছাগপশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন কেবল মধুসূদনের নাম তাঁহার জপমালা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন্, কমিসনর সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট-বাবু প্রভৃতি তাঁহার টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া! তিনি সাহসে ভর করিয়া কর্ত্তাদিগকে এক লম্বা সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন্।

কমিশনর—Who is this man? (এ ব্যক্তি কে?)

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—Headclerk of this

department (এই বিভাগের প্রধান কেরাণী)

কমি—Why is he so late? (উহার এত দেরী কেন?)

সুপ—তোমার এত দেরী হ'ল কেন?

Headclerk—আমার কাল হইতে জ্বর হইয়াছে।

কমি—What? (কি?)

সুপ—He has been attacked by fever since yesterday. (কাল হইতে ইহার জ্বর হইয়াছে।)

কমি—What! Fever! Damn! Nonsense! Where is his medical Certificate? (কি? জ্বর! ছিঃ! পাগ্‌লামি! চিকিৎসকের নিদর্শনপত্র কোথায়?)

সুপ—তোমার ডাক্তারের সার্টিফিকেট এনেছ?

পশুপতিবাবু—কাল জ্বর হয়েছে,—সার্টিফিকেট আন্‌তে পারি নাই।

কমি—What? (কি?)

সুপ—He got fever yesterday only; could not get time to bring his certificate. (কালমাত্র জ্বর হইয়াছে। সার্টিফিকেট আনিতে সময় পায় নাই।)

কমি—Nonsense! False Excuse! I dn't hear. Where is his Service Book? (বাজে ওজর! আমি শুনব না। উহার কর্ম্মপুস্তক কোথায়?)

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট দৌড়িয়া গিয়া Service Book আনিয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, What is his pay? (উহার বেতন কত?)

সুপা—Hundred rupees (এক শত টাকা।)

কমি—Very well. I fine him ten rupees for his so late attendance. (ভাল, উহার এত বিলম্বে উপস্থিতির জন্য আমি উহাকে ১০৲ জরিমানা করিলাম।)

এই বলিয়া সাহেবপুঙ্গব আপনার অকাট্য হুকুম জাহির করিয়া সার্বিস বুকে (Service Book) কলম ডালিলেন। হেড্ কেরাণী পশুপতিবাবুর মাথা খাইলেন!

অতঃপর আগন্তুক সাহেবদল এদিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বনমধ্যে ভয়ার্ত্ত পক্ষি-শাবক বা হরিণশিশু ব্যাধ কিম্বা ব্যাঘ্রকে যেরূপ দেখে, কেরাণীদল তদ্রূপ আলমায়রার অন্তরাল হইতে, কেহ টেবিলের পার্শ্ব হইতে, কেহ দরজার ফাঁক হইতে চকিত দৃষ্টিতে উঁকি মারিতে লাগিল,—কতক্ষণে সাহেবেরা বাহির হইয়া যায়! সকলেই প্রাণপণে দুর্গা-নাম জপ করিতেছে। পরিক্ষক-দল বাহির হইয়া আসিতে না আসিতে লোষ্ট্র-ক্ষিপ্ত পানা-পুকুরের পানার ন্যায় কেরাণীদল এক এক জায়গায় আসিয়া জুটিল। আপিসে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল! কেহ বলিল, "বাবা! সাহেব ত ভয়ানক কড়া! একেবারে দশ টাকা ফাইন! লঘু পাপে গুরু দণ্ড! একটু দেরীর জন্য এত শাস্তি!" কেহ বলিল, "সাহেবের অপরাধ কি? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-বাবুর বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল!" কেহ বলিল, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দোষ নয়, হেড ক্লার্কবাবুরও দোষ নয়! ও-সব বরাতের দোষ হে, বরাতের দোষ! তা না হলে

আজ হেডক্লার্ক-বাবুর অত বেলাই বা হবে কেন ?” এইরূপে বেচারা কেরাণীগণ কেরাণীখানায় বসিয়া পরীক্ষকদিগের দেব-চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে দিবস শেষ করিয়া, যে যাহার পাততাড়ি গুটাইয়া ভাল ছেলের মত গৃহে প্রত্যাগমন করিল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পশুপতিবাবুর গৃহ।

পশুপতিবাবু আপিস হইতে বাটীতে আসিয়া পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, শান্ত ও বিমর্ষভাবে আপনার শয়ন-কক্ষে শয্যার উপরে অর্দ্ধ-শয়নে কি ভাবিতেছেন্, এমন সময়ে ননীবালা আসিয়া বলিল, “বেশ, তুমি কখন্ এসেচো, আমাকে বল নি ? ভাত বেন্নুন্ এনে দিই, খাও ? মুখ হাত ধোও ! সকালে না খেয়ে চলে গেলে কেন ?” পশুপতিবাবু না রাম না গঙ্গা। তিনি চুপ করিয়া কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন ; আর এক এক বার স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ননীবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে তোমার ? অসুখ করেছে ? অমন কচ্চো কেন ? ভাত খাবে না ? ভাত আন্‌বো ?” পশুপতিবাবু হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটী বেদনা-সূচক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, —“হবে আর কি ? আমার মাথা আর মুণ্ড !” ননী বলিল, “কেন, কেন, কি হয়েছে ?” পশুপতি বলিলেন,” আমার দশ টাকা জরিমানা হয়েচে, আর শুধু তাই নয় ; সার্বিস-বুকে (Service Book) সাহেব তাই লিখে দিয়েছে ! আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির দফা খেয়ে দিয়েছে !”

ননী অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, “আমার পোড়া কপাল আর কি ! আমি পোড়ারমুখী মর্‌তে গিয়ে কেন দেরী কর্‌লাম—আমি সকাল সকাল ভাত দিলে ত আর এসব কিছু ঘট্‌ত না ! আমার মরণ আর কি !”

পশুপতিবাবু বলিলেন, “দেখ ননী, তোমার যা হয়েছে, আমি দেখ্‌তে পাচ্চি ; এখন শেষ রক্ষা কি রকমে হবে, আমি আর ভেবে কূল-কিনারা পাই না !”

ননী বলিলেন, “যা হবার তা হবে, এখন খাও তো ?” তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে ভাত আনিয়া দিলেন। পশুপতি দুই এক মুঠা যা তা করিয়া খাইয়া উঠিলেন। ননী ধরিলেন, “ভাল করে খেলে না কেন ? ভাত বুঝি কড়্‌কড় হয়ে গেছে ? ব্যান্নুন এড়াইয়া গিয়াছে !”

পশুপতি বলিলেন, “আমি আর খাব কি ! আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্চে !”

ননীবালা রান্নাঘরে গিয়া আপনি খাইয়া আসিলেন। সে দিন রাত্রে আর রাঁধিলেন না। ঝি-চাকরের পয়সা দিলেন, তাহারা জলপান কিনিয়া খাইল। ছেলেরা ফলার করিল।

ননী ঘর-দুয়ার সারিয়া উপরে আসিল। নীচের, উপরের ঘরে গঙ্গাজল ছড়াইল ; কাপড় ছাড়িল ; শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল। পশুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন্, “তোমার এত দেরী হ’ল কেন ?”

ননী বলিল, “বিলম্ব আর কি, এই সব সেরে আস্‌চি।”

পশুপতি বলিলেন, “ঐ সার্‌তে সার্‌তেই শেষে আমাকেও সেরে ফেলে দেবে আর কি !”

ননীবালা বলিলেন, "কি রকম ?"

পশু। এই আমার চাকুরিটা যাবে, আর কি! শেষে শুকিয়ে ম'রবো! আর কি!"

ননী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তা আমি আর কি করবো বল! আমার ত কোন দোষ নাই। আমার একলাকে ঘরের উনকুটি চৌষট্টি সব দেখতে হয়।"

পশুপতি।—তোমার দোষ নাই? খুব দোষ আছে।

ননী—কেন?

পশুপতি—যে কাজ একবার ক'রলে হয়, তুমি তাই দশবার ক'রবে! তাতে সময় যায়, শরীর নষ্ট হয়! বাসন একবার মাজলে পরিষ্কার হয়, তুমি তাই দু' তিনবার মাজাবে, তাতে বৃথা সময় যায়। ঝি চাকরেরাও অসন্তুষ্ট হয়। কখন কখন আবার তাদের মাজা মনঃপূত না হলে, তুমি নিজে মাজো। বাজারে জিনিষ কিনতে দিলে, ঝি চাকর জিনিস আনলে, তুমি তাতে পাঁচ সাতবার গঙ্গাজল ছিটাবে! তুমি ভাত রাঁধতে যাচ্চো, এমন সময় কেউ হাঁচলে, তুমি থোমকে দাঁড়াবে; টিকটিকি প'ড়লে বসে থাকবে, ভাত চড়াবে না। তোমার এত কুসংস্কার যে, আপিস-স্কুলের বেলা হলেও তোমার তাতে ভয় নাই; চৈতন্য নাই! তুমি যেন কেমন একটা অসার জড় জিনিসের মত! তোমার দেখতে পাই, কেবল গা ধোবার সময়, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করবার সময়, চৈতন্যের উদয় হয়! জ্ঞানের দুয়ার খুলে যায়! তুমি তখন একজন লোক দশজন হও! তোমার উৎসাহ দেখে কে! তুমি তখন অসাড়, নিশ্চেষ্ট থাক না। তোমার গায়ে তখন দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হয়। এক বালতির জায়গায় দশ বালতি জল ঢাল; ছি! ছি!

ননী—বাজারের জিনিষগুলো অমনি তুলে নেবো? তাতে গঙ্গাজল দেবো না?

পশুপতি।—যদি তাই দিতে হয়, একবার দিলেই ত হয়? দশবার দিবার দরকার কি? একবার ভাল করে ধুয়ে নিলেই ত হয়।

ননী।—বাজারে কত ছত্রিশ জাত আসে। কাওরা, বাগদী, হাড়ি, ডোম, মেথর, মুদ্দফরাস! সকলের ছোঁয়া জিনিস নেবো?

পশুপতি।—তোমার জন্য কি বাজারে কেবল বাচা বাচা নবদ্বীপের আর ভাটপাড়ার শাস্ত্রজ্ঞ বামুন আসবে? আর কেউ আসবে না? তোমার যে সৃষ্টি ছাড়া কথা।

ননী।—জল না ঢাললে গায়ের ময়লা যাবে কি করে?

পশুপতি। গায়ের ময়লা নয়, মনের ময়লা! এ বালতি বালতি জলে আর কিছু না হ'ক, তুমি ব্যায়রামকে সাদরে ডেকে আন। তুমি কতবার ভুগেছ, মনে আছে? তোমার শুদ্ধ অশুদ্ধ ব্যায়রাম। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি রাত, কি দিন, সকল সময়ে তোমার মনে খেয়াল হলেই, তুমি ছেলেগুলোর গায়ে হুড় হুড় করে জল ঢালবে! তোমার এক বালতি দু বালতি জলে কুলায় না। তুমি বিশ পঁচিশ বালতি জল গায়ে ঢালবে! তুমি সব সময়েই গা সঙ্কুচিত করে কেপে কেপে পা ফেলতেছ; হ্যাক্ থ্ করছ! নাকে কাপড় দিয়েই আছ! তোমার যেন একটা কি জানি, কি বিটকেল ব্যায়রাম লেগেই আছে! কিছুতেই তোমার মনের শান্তি

নেই। একি! তোমার মনে পড়ে, তুমি কতদিন শীতকালে আমার গায়ে শুদ্ধ হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিয়েছ? আমার কাপড় চোপড় সব ভিজিয়ে দিয়েছ। কষ্টের অবধি থাকিত না! তুমি যতক্ষণ না স্বহস্তে আমাকে ধুইয়ে অনুমতি দিতে, আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতাম্ না। আমার বোধ হয়, তুমি যদি পারতে তা হ'লে আমাকে ধোপার পাটে আছ্‌ড়াতেও ছাড়্‌তে না। পুকুরে দশবার ঘাড় ধরিয়া চোপাতে ছাড়্‌তে না! ছি ছি! মনে পড়ে কি, বিড়ালে দুধে মুখ দিয়াছে, এই সন্দেহ করে, তুমি কতদিন বাটী বাটী দুধ ফেলে দিয়েছ? এ-সব কি গৃহস্থের সংসার! তুমি কতদিন কত জিনিষ ভুল বুঝে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও! সে-সব কি ভাল? তুমি কতদিন ছেলেরা ভাত ছুঁয়েছে বলে ভাত ফেলে দিয়েছ, খাও নি, উপোস দিয়েছ! সে কি গৃহস্থের মঙ্গল, না তোমার শরীরের পক্ষে ভাল?

ননী—তুমি কি বল, আমি তোমাদের মত নাস্তিক হব? আমরা হিঁদুর মেয়ে; ছেলে পিলে নিয়ে ঘরকন্না করি, তোমাদের মত সাহেব হ'লে চল্‌বে কেন? বাচ্চা-কাচ্চার ত মঙ্গল দেখ্‌তে হবে?

পশুপতি।—ঐ রকম করে জল ঢাল্‌লেই কি ছেলেদের মঙ্গল হয়?

ননী। আমি অনাচার দেখ্‌তে পারি না!

পশুপতি। তুমি বুঝ্‌তে পার না, যাকে তুমি আচার মনে কর, সেই অনাচার; আর যাকে তুমি অনাচার মনে কর, সেই আচার?

ননী। কেন?

পশুপতি। তুমি যে-গুলিতে শরীরের পীড়া হয়, যাতে সংসারের কতকগুলা ব্যয় হয়, দেনাপত্তর হয়, তাই কর। সে কি রকম আচার? সে যে আমাদের উৎসন্নে দেবার আচার!

ননী। তুমি নাস্তিক।

পশু। আমি নাস্তিক তুমি জান্‌লে কেমন করে?

ননী। তুমি খৃষ্টান্।

পশু। কেন?

ননী। তোমার খাবার বিচার নাই। যা পাও তাই খাও। দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই! তুমি কখনই হিন্দু নও।

পশুপতি। কৈ, কোন্ দিন যা তা খেতে দেখেছ? দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি? তোমাদের মত যেখানে সেখানে, যা'র তা'র পায়ে গড়াগড়ি দেব? একজনের গলায় এক ফের সূতো দেখলেই তাহার পায়ে লুটোলুটি হব?

ননী। খেতে না দেখি, আমরা সব বুঝি গো, বুঝি। কেন গড় ক'র্‌বে না? বামুন হ'লেই নিশ্চয়ই গড় ক'র্‌বে।

পশুপতি। সে যদি চোর হয়, ডাকাত হয়, খুনে হয়, তবুও গড় ক'রবো?

ননী—নিশ্চয়ই। বামুন হলেই গড় ক'র্‌বে। গলায় যজ্ঞোপবীত থাক্‌লেই তাঁকে প্রণাম কর্‌বে, তাঁর পায়ের ধুলো নেবে।

পশু। ব্রাহ্মণের গুণ না থাক্‌লে, তবুও পায়ে পড়্‌বো!

ননী। প'ড়্‌বে না ত কি? তাঁর যে পৈতা আছে।

পশু। আজ কাল ত অনেক শুদ্রীতেও পৈতে নিচ্ছে, তবে তাদের পায়েতে মাথা ঠুক্‌বো?

ননী। তা কেন? তারা যে ছোট জাত!

পশু—যাও যাও, তোমার বুদ্ধির দৌড়টা বুঝা গেছে! তুমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি জান?

ননী—কি লক্ষণ?

পশু।—'ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ'। ব্রহ্মকে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ। কয়জন ব্রাহ্মণ তা জানে? তুমি জান?—"মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে। আর শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।" "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।" যে ব্রহ্মের পথে অগ্রসর হ'তে পারে, তাঁকে উপলব্ধি করে, সেই ব্রাহ্মণ। তার জাতও নাই, জন্মও নাই। সেই বিকারশূন্য ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে আছে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।" কেবল 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ' বলে পাগল হলে কি হবে!

ননী—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তোমাদের শাস্তর নেস্তর বাপু আমরা অত বুঝি না। আমরা মেয়েমানুষ। আমাদের বাপ, পিতামো যা করে এসেছে, আমরা তাই করি।

পশুপতি।—আমাদের বাপ, পিতামো কি শাস্ত্র মান্‌ত না? আর যদি ভুলই বুঝে থাকে, আমাদেরও তাই ক'র্‌তে হবে? তার বিচার নেই? আর তা ছাড়া তখনকার ব্রাহ্মণের অনেকে নিষ্ঠে কাষ্ঠা ছিল। তাদের অনেকের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। এখনকার ব্রাহ্মণদের সে ক্ষমতা কৈ?

ননী—ক্ষমতা থাক্ আর না থাক্, আমি কখনও হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

পশুপতি—আমি তোমাকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌তে বল্‌চি না কি? আমি বলি. ডাল-পালা বাদ দিয়ে, আগ্‌ড়োম বাগ্‌ড়োম ছেড়ে দিয়ে যেটুকু দরকার সেইটুকুই কর। তাতে আমার আপত্তি নেই।

ননী।—তোমার হিন্দুর মত ব্যবহারটা কি? তুমি ব্রাহ্মসমাজে যাও, যা'র তা'র সঙ্গে খাও,—তোমার ধর্ম্ম কোথায়?

পশু।—তুমি কি মনে কর, কতকগুলা জল মাখ্‌লেই ধর্ম্ম হয়? না, এক কাজ দশবার ক'রলেই ধর্ম্ম হয়? না, এটা ছুঁওনা, ওটা ছুঁওনা ক'রলেই, ধর্ম্ম হয়? না, পৈতা গলায় মানুষের পায়ে কেবল মাথা ঠুক্‌লেই ধর্ম্ম হয়? ধর্ম্ম, আপনার মনে। ধর্ম্ম সৎকার্য্যে। দয়ায় ধর্ম্ম; পরোপকারে ধর্ম্ম; কর্ত্তব্য কাযে ধর্ম্ম। তোমার গৃহকার্য্য দেখা; স্বামীর সেবা করা; সন্তান-পালন করা; দাসদাসীকে প্রতিপালন প্রভৃতি কার্য্য, ধর্ম্ম। ধর্ম্ম গাছের ফল নয় যে, মনে ক'রলেই পেড়ে লওয়া যায় বা তলায় কুড়াইতে পারা যায়। ধর্ম্মে ত্যাগ চাই, সাধনা চাই, তবে ধর্ম্ম হয়। মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'র্‌লেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম বড় শক্ত জিনিস! ধর্ম্মে মন পরিষ্কার হওয়া চাই। মনের অত সংকীর্ণতা, অত খুঁত খুঁত ভাব, ধর্ম্মের মস্ত অন্তরায়। তোমরা মনে কর, কেবল উপোস রেখে ধর্ম্ম? সে মহাভ্রম! অতিরিক্ত উপোস তিরেসে শরীর নষ্ট হয়; পীড়া হয়! সেও একটা মহাপাপ! যে আপনার শরীর নষ্ট করে, সে আত্মঘাতী! তা'র পুণ্য-সঞ্চয় দূরে থাকুক্, সে মস্তকে পাপের বোঝা বহন করে। সকল কার্য্যের সীমা আছে। তোমরা দৌড়ে দৌড়ে তীর্থে যাও, মনে কর, তীর্থভূমির মাঠ মাড়িয়ে এলেই সব পাপ দূর

হ'ল, তোমাদের মুক্তি হয়ে গেল, পুনর্জন্ম আর হবে না! তা কখনই ভেবো না। তোমাদের হচ্চে কি না, "মন ভাল নয়, তীর্থ কর, মিছে কাযে ঘুরে মর!" আগে মন ভাল কর, পরিষ্কার কর। পরে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও।

ননী।—(দুঃখিত ভাবে) তুমি আমার তীর্থে যাবার খোঁটা দিচ্চ? বুঝিছি। আমার পোড়া কপাল আর কি!

পশুপতি খোঁটা নয় গো, খোঁটা নয়! তীর্থে গেছ্‌লে ভাল করেছিলে, কিন্তু তাতে আমার কি কষ্ট হয়েছিল, তা ভাব্‌তে পেরেছিলে কি?

ননী। কেন? তোমার কষ্ট কিসের?

পশুপতি।—(বিরক্ত ভাবে) আমার কষ্ট কিসের? তুমি যে-দিন আমাকে না বলে আমার বাক্‌স ভেঙে, গহনা-টাকা নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তীর্থ কর্ত্তে পালিয়ে ছিলে, সে-দিন আমাদের ভিটেতে সমস্ত দিন উনুন জ্বলে নি। ছেলেগুলো খাবার বিনে ছটফট করেছে; আমি পাগলের মত চারিদিকে তোমার খোঁজে ছুটে বেড়িয়েছি! পাড়ার লোকে কেউ হেসেছে; কেউ দুঃখ করেছে! সে দিনের কথা মনে হ'লে এখনও শরীরের রক্ত শুকিয়ে যায়!

ননী। (হাসিতে হাসিতে) স্বামীর ধনে সকলেই তীর্থ করে; সে ত স্বামীর একটা বরাতের কথা—ভাগ্যির কথা।

পশুপতি। তা বলে কি ঐ রকম লুকিয়ে লুকিয়ে না ব'লে কয়ে পালাতে হয়? কেন, আমাকে ব'লে গেলে কি ক্ষতি ছিল? আমি কি যেতে বারণ কর্ত্তুম? তুমি আপনার লোকের সঙ্গে যাচ্চ, এ ত একটা সুযোগ!

ননী। (হাসিতে হাসিতে) তোমাকে বল্লে তুমি কি আর যেতে দিতে!

পশুপতি।—কেন যেতে দিতাম্‌ না? সঙ্গত হইলেই, যুক্তিযুক্ত হইলেই ত যেতে দিতাম্‌। তোমরা বড় আতঙ্ক-বুদ্ধিতে কায কর! তোমরা হামবড়া! ঐ তোমাদের মস্ত দোষ!

ননী। (গালে হাত দিয়া) ও মা! তোমাদের সব নূতন ধরণের কথা! আমাদের দেশে চিরকাল উপোস, তিরেস আছে; চিরকাল দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে; চিরকাল বার ব্রত আছে; চিরকাল শুদ্ধাচার আছে; চিরকাল তীর্থ-ধর্ম্ম আছে। আমরা তাই করি।

পশুপতি। ঠিক্ ঠিক্ ক'রলেই হয়। তা ত নয়; তোমরা যে অনেক ডালপালা বার কর; শেষে জড়িয়ে মর। তোমরা কতক-গুলা লোকের দেখাদেখি কর; কতকগুলা আপনার মনের খেয়ালে কর। শেষে হয় কি?—সাত নকলে আসল ভ্যাস্তা হয়ে যায়!

ননীবালা। আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে চাই। তা থাক্‌তে দেবে না?

পশুপতি। বেশ ত, সে ত অবশ্যকর্ত্তব্য। তা'তে আপত্তি কি? তুমি তা' ত ক'র্‌বে না?

ননীবালা। আমি কি করি?

পশুপতি। ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় ধপ্‌ধপে হয়ে কেচে এলো। তুমি সে কাপড় আবার পাট ভেঙে জলে কেচে আন কেন? তা'তে কি কাপড়গুলো আরো পরিষ্কার হয়,

না ধপ্ ধপ্ করে? একি তোমার বাতিক-পীড়া নয়? ঝি ঘর ঝাঁট দিলে, তুমি আবার অন্য কায ফেলে সে ঘর ঝাঁট দাও কেন? এ কি তোমার মনের পীড়া নয়? ছেলেগুলো খিদেতে ছট্‌ফট্ ক'রতে লাগলো, দুটি ভাত পেলে তারা খেয়ে বাঁচে; তুমি তখন সাত-বার গা ধোবে, ঠাকুর-ঘরে আধ ঘণ্টা পড় ক'র্‌বে; বাম্‌নের পা'র ধূলা নেবে, বাজার এলে সাতবার তরিতরকারি ধোবে, তবে ভাত রাঁধ্‌বে। তাতে কি আর সংসার চলে? সংসার যে শীঘ্র উৎসন্নে যায়! আমাদের পরের চাকৃরি, পরের মন যোগাতে হবে। তাতে সংসারে অত খুটি-নাটী, অত পিট্ পিট্ কর্‌লে কি চলে?

ননীবালা। তা বলে কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ত্যাগ ক'র্‌বো? তীর্থ কর্‌বো না, পুণ্য কর্‌বো না, গঙ্গাস্নান কর্‌বো না, চুপটি করে ঘরে বসে থাক্‌বো, আর তোমাদের কায কর্‌বো?—ভাত রাঁধ্‌বো?

পশুপতি। তুমি জান ননি, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বড় সনাতন ধর্ম্ম। এতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ-ফল সবই আছে। হিন্দুগৃহ পবিত্র দেবালয়। এখানে শ্বশুর, শাশুড়ী স্বামী, ভাসুর, দেবর, বালক-বালিকাগণ বধূদিগের সেব্য। বধূগণ সকল কাজ ফেলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বে। তাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখ্‌বে। বধূরা গৃহলক্ষ্মী, চাঁদের হাট, তা'রা সর্ব্বদা হাসিমুখে কায কর্‌বে। এই হ'ল আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের সার উপদেশ। শিশুগণ সর্ব্বত্রই দেবতা। এই শিশুদিগের প্রতি যা'রা অযত্ন করে, তা'রা ঘোর দেবদ্রোহী। তাহাদের কোন পুণ্য নাই।

ননী। তুমি ত অনেক কথা বল্লে। আমি আমার ছেলেদের যত্ন করি না? তাদের জন্যে ভাবি না?

পশুপতি। ভাব্‌বে না কেন? ভুল ভাব; উল্টো বোঝো। তুমি যাও ভাল ক'র্‌তে, হয়ে দাঁড়ায় মন্দ! তোমার মন ভাল হলে কি হবে? বুদ্ধিটা ত চাই। বুদ্ধি না থেকে, ভাল মনে কি হ'তে পারে? বুদ্ধি বড় জিনিস, জান ননীবালা? এই বুদ্ধিতেই জগৎ চ'ল্‌চে। যেখানে বুদ্ধি নাই, সেখানে সব গোলমাল, অন্ধকার, বিপদ্!

ননী। আমাদের কি বুদ্ধি নেই? আমরা কি জানোয়ার?

পশুপতি। জানোয়ার নয় সত্যি। তোমাদের মানুষের মত হাত, পা মুখ, চোক, কাণ, সবই আছে; কিন্তু বুদ্ধিটা বড় কম।

ননী। কেন?

পশুপতি। নয়? এই দ্যাখ, বিলাতে, ফ্রান্সে, সমগ্র ইউরোপে এবং আমেরিকায় মেয়েরা কতদূর উন্নত! তা'রা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পায়, তাহারা পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে খাটে; তাদের সঙ্গে সমান ভাবে; গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করে। তা'রাই যথার্থ পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গী হ'বার উপযুক্ত। তা'রাই যথার্থ পুরুষের জীবন-ভার বহনের সহায়তা করে। আমাদের দেশে কি?—মেয়েরা কেবল মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রতে পারে; কতকগুলা ভুল বুঝা অনাচারকে আচার বলে তর্ক কর্ত্তে পারে। সে তর্কে স্বয়ং বৃহস্পতিরও তাদের কাছে হার মানতে হয়।

তা'রা কতকগুলো উপোস তীরেস ক'রে

শরীর ক্ষয় ক'রতে পারে; বাহিরের ব্যায়রামকে ঘরে ডেকে আন্‌তে পারে; ডাক্তার-কবিরাজের পূর্ব্বজন্মের ঋণ শোধ করাতে পারে; বেচারা গৃহস্থকে ঋণগ্রস্ত করিয়ে বিপন্ন কর্‌তে পারে! আর কি?

ননীবালা। আমাদের দেশে এতদিন যে এত স্ত্রীলোক ছিল, তারা কি সকলেই বোকা ছিল? কেউ কি ঘরকন্না ক'র্‌তো না, না, সংসারধর্ম্ম ক'র্‌তো না?

পশুপতি। সে-সব কথা ছেড়ে দাও। সে সব পুরাকালের কথা ছেড়ে দাও। তাঁ'দের মত তোমাদের শরীরের বা মনের জোর কা'র আছে? তোমরা ত সব চিনির পুতুল! একটু জলে গলে যাও? তোমাদের পদার্থটা কি আছে? তোমরা এক একটা রোগের পুঁটুলি বৈ ত নয়!

ননীবালা। খুব বলে নিচ্ছ! আচ্ছা, তবে আমাদের কি ক'র্‌তে বল?

পশুপতি। তোমাদের শিক্ষা আবশ্যক, যা'তে তোমাদের শারীরিক ও মানসিক বল বাড়ে এবং তোমরা মানুষ হয়ে মানুষের মত সব কাজ ক'রতে পার।

ননীবালা। (হাসিতে ২) আমি ত বুড় হয়ে পড়েছি, আমার এখন আর কি শিক্ষা হবে?

পশুপতি। শিক্ষার কি বয়স ধরা আছে? লোকে সব সময়ে শিক্ষা কর্‌তে পারে; জ্ঞান-লাভ কর্‌তে পারে। আমেরিকার লোকে-দের উন্নতি শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হবে। তারা কি ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মদ্দ সকলেই লেখা-পড়া, নানারকম ব্যবসায়ের কায-কর্ম্ম দস্তর মত শিক্ষা করে। মেয়েরা উকিল ব্যারি-ষ্টার, অ্যাটর্ণি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রোফে-সর, সবই হয়। তারাই এই বর্ত্তমান যুগের সভ্যজগতের সমক্ষে উন্নতিশীলা ও বরণীয়া। তা'রা সংসারের খুটিনাটি হ'তে রাজকার্য্য পরিচালনের ভারবহনেও সমর্থ; জুতা-গড়া হ'তে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত ক'র্‌তে পারে। তা'রা তোমাদের মত সামান্য লোকের নিন্দায় বা প্রশংসাবাদে গলে যায় না, বা ফুলে উঠে না। তা'রা কর্ত্তব্য কায বুঝে।

ননীবালা। আমরা কি আমাদের কর্ত্তব্য কায বুঝি না?

পশুপতি। (ননীর দিকে চাহিয়া) আর মুখ নেড়ো না, ঢের হয়েছে! তোমার বিদ্যাবুদ্ধি-ক্ষমতার দৌড় সব বুঝ্‌তে পারা গেছে! এখন চুপটী করে ঘুমাও, রাত হয়েছে। যে কথাগুলি বল্লাম, যেন মনে থাকে। আর সকাল ২ দু'টি করে ভাত দিও, যেন আর জরিমানা না হয়, চাক্‌রিটা বজায় থাকে।

ননীবালা লজ্জিতা হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

নিবেদন।

আমারে রাখিয়া আমি সুদূরে ফেলে,
মিশে যাই যেন তব চরণ-তলে!
সংসারের যশ মান, চাহে না এ দীন প্রাণ,
থাক্ দৈন্য অপমান, মরত-ধূলে!
আমি যেন মিশি পদে, আপনা ভুলে!
আমি শুধু চাহি নাথ, তোমার জগতে
আপনা বিলায়ে দিতে, তোমার প্রেমেতে!
তোমার রবি ও শশী, তোমার জ্যোছনা হাসি,
তোমার আনন্দবহ স্নিগ্ধ সমীরণ,
প্রণমি পূজিতে ভরি' সারা প্রাণ মন।
চাহি না ঐশ্বর্য্য-ভার—দম্ভের সম্বল,
চাহি না ভোগের বাঞ্ছা—জ্বলন্ত গরল!
তোমার কাজের তরে, যা দিবার দিও মোরে,
চাহি না ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল;
—যদি দাও প্রাণে তৃপ্তি, বুকে দাও বল!
প্রেমে ধর্ম্মে সেবা-কর্ম্মে জুড়ি দুটি হাত
কাটায়ো দীনের দিন, ওগো দীননাথ!
ক্ষুধিতের ক্ষুধা-নাশে, শ্রান্তি যেন নাহি আসে,
আর্ত্তের সেবায় করিবারে দেহপাত
হৃদয়ে হৃদয়বত্তা, দাও হৃদি-নাথ!
সংসারের দুঃখ-শোক-তাপে সব ক্ষণ
জাগে যেন চিত্ত মাঝে ও দু'টি চরণ!
সকল ব্যথার ঘায়ে শুধু তব মুখ চেয়ে
হইবারে আত্মহারা আনন্দে মগন—
অন্তরে অমৃতালোক দাও, নারায়ণ!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ন বিক্ষেপো ন চৈকাগ্র্যং নাতিবোধো ন মূঢ়তা।
ন সুখং ন চ বা দুঃখমুপশান্তস্য যোগিনঃ॥১০॥

যে যোগিপুরুষ সঙ্কল্পবিকল্প-ত্যাগপূর্ব্বক শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার চাঞ্চল্যও নাই, একাগ্রতাও নাই; অতিবোধও নাই, মূঢ়তাও নাই, সুখও নাই, দুঃখও নাই। ১০।

স্বারাজ্যে ভৈক্ষ্যবৃত্তৌ চ লাভালাভে জনে বনে।
নির্বিকল্পস্বভাবস্য ন বিশেষোঽস্তি যোগিনঃ॥১১॥

যিনি সঙ্কল্প ও বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ যোগীর স্বর্গরাজ্য ও ভিক্ষাবৃত্তি, লাভ ও ক্ষতি, জনসমাজ ও অরণ্যরাজ্য, এই সকলে কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না। অর্থাৎ সাংসারিক বুদ্ধিতে লোকে যাহাকে উৎকৃষ্ট বস্তু বলে, তাহার লাভে যোগীর কোনো প্রকার হর্ষ উপস্থিত হয় না, বা নিকৃষ্ট বস্তুর সহযোগেও কোনরূপ দুঃখ হয় না। কারণ, পরিপূর্ণস্বভাব আত্মস্বরূপ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কিছুতেই হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণকে ত্যাগ করিলেই, তাদৃশ আত্মস্বরূপ অতিসুখলভ্য। ১১।

ক্ক ধর্ম্মঃ ক্ক চ বা কামঃ ক্ক চার্থঃ ক্ক বিবেকিতা।
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তস্য যোগিনঃ॥১২॥

'ইহা অনুষ্ঠিত হইল', 'ইহা অনুষ্ঠিত হইল না', এইপ্রকার বিরোধিধর্ম্মযুগলের গণ্ডী যিনি

অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি-নিবন্ধন যাঁহার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিছুই নাই), তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কিছুই কিছু নহে। ১২।

কৃত্যং কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা।
যথা জীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৩॥

জীবন্মুক্ত যোগীর কিছুই কর্ত্তব্য নাই, তাঁহার হৃদয়ে কোনপ্রকার বিষয়ানুরাগও নাই। কিন্তু তথাপি প্রারব্ধানুসারে তাঁহার জাগতিক জীবন অতিবাহিত হয় (অর্থাৎ তিনি জীবনধারণের জন্য স্বয়ং কোনপ্রকার অনুষ্ঠান, চেষ্টা বা প্রযত্ন করেন না ; কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের বেগানুসারে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে। ১৩।

ক মোহঃ ক চ বা বিশ্বং ক তদ্ধ্যানং ক মুক্ততা।
সর্ব্বসঙ্কল্পসীমায়াং বিশ্রান্তস্য মহাত্মনঃ ॥১৪॥

সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের অতীত অবস্থা যে মহাত্মা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মোহ কোথায়, বিশ্ব তাঁহার পক্ষে কোথায়, বিষয়-বাসনা তাঁহার কিরূপে সম্ভবে, এবং মুক্তিই বা তাঁহার পক্ষে কি হইতে পারে ? (এ-সকলই সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করে। যাঁহার সঙ্কল্প নাই, তাঁহার এইসমস্ত কিরূপে সম্ভবে ?)। ১৪।

যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ।
নির্ব্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥১৫॥

যিনি জগৎকে বাসনার দ্রব্যরূপে দেখেন, তিনি সেই দর্শন-নিরোধের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যিনি বাসনাশূন্যতাবশতঃ কিছু দেখিয়াও দেখেন্ না, তাঁহার কি কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে ? । ১৫।

যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি ॥১৬॥

যে পুরুষ পরব্রহ্মকে নিজ হইতে ভিন্ন মনে করে, সে "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করুক্ ; কিন্তু যিনি দ্বিতীয় কিছুই দেখেন্ না, তিনি চিন্তাশূন্য হইয়া কি চিন্তা করিবেন্ ? ১৬।

দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপো নিরোধং কুরুতে হ্যসৌ।
উদারস্তু ন বিক্ষিপ্তঃ সাধ্যাভাবাৎ করোতি কিম্ ॥১৭॥

যে পুরুষ অন্তঃকরণের বিক্ষেপ অবলোকন করে, সে তাহার নিরোধের চেষ্টা করিতে পারে। (কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অন্তঃকরণ বা তাহার বিক্ষেপ কিছুই নাই।) অতএব উদার ব্রহ্মভাবনাকারী বিক্ষিপ্তই হইতে পারেন্ না। সুতরাং সাধনাদ্বারা প্রাপ্যবস্তুর অভাব-নিবন্ধন, তিনি কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন ? (১৭)

ধীরো লোকবিপর্য্যস্তো বর্ত্তমানোঽপি লোকবৎ।
ন সমাধিং ন বিক্ষেপং ন লেপং স্বস্য পশ্যতি ॥১৮॥

লৌকিক বিপর্য্যাসভাব বা বিক্ষেপ যাঁহার নাই, এতাদৃশ ধীর পুরুষ সংসারী লোকের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিলেও, নিজের সমাধি, বিক্ষেপ, আসক্তি কিছুই দেখেন্ না। (সংসারে ত্রিবিধ লোক আছেন্ :—উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অধম। উৎকৃষ্টব্যক্তিগণ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ;—নিয়ত যম, নিয়ম, সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠানে রত। মধ্যম ব্যক্তিগণ রাজসিক-প্রকৃতি ;—নানাকর্ত্তব্যসম্পাদনার্থ আকুলচিত্ত,—বিক্ষিপ্ত। অধম ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার মোহময় বন্ধনে

আসক্ত, জড়ীভূত। গুণাতীত ধীরব্যক্তিও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই তিনের এক অবস্থায় আসীন। কারণ, গুণময়ী ব্যাবহারিক দৃষ্টি এই তিন ব্যতীত কিছুই দেখিতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ ধীরব্যক্তির অবস্থা সমাধি, বিক্ষেপ ও আসক্তি, এই তিনের অতীত এক অনির্ব্বচনীয়-ভাবময়ী)। ১৮।

ভাবাভাববিহীনো যস্তৃপ্তো নির্ব্বাসনো বুধঃ।
নৈব কিঞ্চিৎ কৃতং তেন লোকদৃষ্ট্যা বিকুর্বতা॥ ১৯॥

যে ধীরব্যক্তি নিত্য আত্মানন্দরসে তৃপ্ত—পরিপূর্ণ, ভাবাভাবের অতীত—বাসনাশূন্য, তিনি লোকদৃষ্টিতে বিকারপ্রাপ্ত হইলেও বাস্তবিক কিছুই করেন্ না। (কেন না, তাঁহার অভিমান নাই। লোকে নিজের উপমায় অন্যের কার্য্যের সমালোচনা করে; এজন্য গুণাতীত ব্যক্তির কার্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজের ভাব তাঁহাতে আরোপিত করে।)। ১৯। (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ভ্রাতৃভাব।

নিঃস্বার্থতা-দেবতার হইল বাসনা
ভ্রাতৃবক্ষঃসমুদ্রের করিতে মথন,
হইলা উদারচিত্ত মন্দর তখন,
লইলা বাসুকিধর্ম্ম সুবৃত্তি আপনা;—
উঠিল অমৃতরূপী স্নেহ নিরমল
কিবা প্রাণসঞ্জীবন মধুর শীতল!

স্বার্থাসুর অভিলাষ করিল তখন
সুধা আশে ভ্রাতৃবক্ষঃ-মথনে আবার,
লইলা সঙ্কীর্ণচিত্ত মন্দরের ভার,
কুবৃত্তি বাসুকিকর্ম্ম করিল গ্রহণ;
তীব্র হলাহলরূপে বৈরিতা উঠিল,
বিশাল সংসার হায়! নাশিতে যাইল!
কণ্ঠে সে গরল ধরে ভ্রাতৃভাব-ভোলা,
বিমুক্ত সংসার হ'ল অমৃতে উতলা!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন

পালামৌ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

আমরা ছেলেবেলায় শুনিয়াছিলাম, ছোটনাগপুরে এমন জঙ্গল যে, অনেকস্থানে সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত দেখা যায় না। পালামৌ ভ্রমণ করিয়া তাহা যথার্থই বুঝিতে পারিলাম। ডাল্টন্‌গঞ্জের ১৭ মাইল দূরে রাঁচির দিকে সাতবাঁরোয়া। পথে যদিও মধ্যে মধ্যে জঙ্গল এবং পাহাড় আছে, কিন্তু সে জঙ্গল ঘন নহে। সাতবাঁরোয়া হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কেঁড় নামে একটী পুলিশ আউটপোষ্ট আছে; তথায় একটী ক্ষুদ্র ডাকঘরও আছে। এই স্থানটিতে নিবিড় বন। কেড় সাতবাঁরোয়া

হইতে ৮ মাইল। এই আট মাইলের মধ্যে দুই তিনটি গ্রাম ভিন্ন আর লোকালয় নাই। মধ্যে একটী পার্ব্বত্য নদী আছে। কিন্তু তাহার গর্ভে বালুকা অপেক্ষা প্রস্তরই অধিক। ইহাতে বর্ষা এবং বৃষ্টি ভিন্ন জল থাকে না। আমরা অশ্বারোহণে তাহা পার হইলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পালামৌতে গাড়ী চলিবার মত রাজপথ নাই। আমরা কেড় যাইতে সাতবাঁরোয়া হইতেই রাজপথ ত্যাগ করিলাম। ইহার পর বনবিভাগের হাঁটা পথ, যাহাকে ইংরেজীতে 'ফুট্‌ট্র্যাক' বলে। পালামৌ'র অনেক রাস্তাই বনবিভাগের। অনেক স্থলেই বনবিভাগের এবং চৌকিদারী বাঙ্গালা আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কিংবা পাবলিক ওয়ার্কসের বাঙ্গালা অতিবিরল। চৌকিদারী 'বাঙ্গালা' অতিশয় অদ্ভুত। ইহা একখানি খোলার ঘর। তাহাতে একখানি ভাঙ্গা খাটুলি, একখানি ভাঙ্গা চেয়ার এবং একখানি ভাঙ্গা টেবিল। কোন জিনিষই চোরে লইবে না, এই বিশ্বাসেই বোধ হয়, বাঙ্গালার এই সব সাজ-সজ্জা। ইহার দরজাও প্রায় ভাঙ্গা। অনেকস্থলেই রাত্রিতে বাঘের ভয়ে বড় কাঠ দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতাম।

সাতবাঁরোয়া একটী বড়গ্রাম। এখানে দোকান-পাঠ আছে; অনেক লোকের বসতি; কিন্তু কেড় যাইতে যে-সকল গ্রাম দেখিলাম, তাহাতে ৫।৭ ঘর মাত্র লোকের বসতি। যতই কেড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, জঙ্গল ততই ঘনতর হইতে লাগিল। একদিকে জঙ্গল, অপরদিকে পাহাড়; তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র পথ। এই পথে আমি ক্ষুদ্র অশ্বে চলিয়াছি। সঙ্গে ২।৩ জন জিনিষ বহিবার কুলী, আমার পাঁড়ে এবং দুই একজন আরও সঙ্গী। ব্যাঘ্রেরা দয়া করিয়া আমাদিগকে অনেক-স্থলেই একপ্রকার ছাড়িয়া দিতেছিল। কারণ, পালামৌর জঙ্গলে ভীষণ কাঁটা আছে; তাহা দুর্ভেদ্য বলিলেও চলে। তাহাতে ব্যাঘ্র একবার টানিয়া লইলেই আর নিস্কৃতির উপায় ছিল না।

পলামৌর কুলী-কাহিনী অদ্ভুত। কুলী বলিলে কেহই বোঝা বহিবে না। আমরা মফঃস্বলে যাইবার পূর্ব্বে থানায় চিঠি দিতাম যে, আমার এতজন লোক আবশ্যক। পুলিশ বেগার ধরিয়া কয়েকজন লোক আনিয়া দিত। বেগার সকল জাতি হয় না। কোন্ কোন্ জাতির লোককে বেগার ধরা হয়, পুলিশ তাহা জানে। এই সকল লোকের ধারণা, তাহারা কুলী নহে। সরকার হইতে বেগার ধরিয়াছে, তাই তাহারা কি করে আর, বাধ্য হইয়া কুলী হইয়াছে। পালামৌর সর্ব্বত্রই 'কুলী' কিংবা 'মজুর' কথায় ব্যবহার নাই। কুলীকে 'বেগারে' বলিয়া থাকে। বেগারী লোক প্রায় ৫।৬ মাইলের বেশী যায় না। পরে আবার স্থানীয় চৌকিদারকে বলিয়া বেগারি ধরিতে হয়। বেগারিকে ক্রোশে ১০ দিতে হয়।

বেগারি সুযোগ পাইলেই বোঝা ফেলিয়া পলায়ন করে। তজ্জন্য তাহাদিগকে চোখে চোখে রাখিতে হয়। এমন কি মল-মূত্র-ত্যাগের সময়ও কাছে লোক রাখিতে হয়। কারণ, জঙ্গলে বোঝা ফেলিয়া পলাইলে বড়ই বিপদ্। এজন্য প্রায়ই দুই একজন বেশী বেগারি রাখিতে হয়। আমার একবার লণ্ঠন ফেলিয়া, দ্বিতীয় বার পেটারি ফেলিয়া পলাইয়াছিল। শেষবার সঙ্গে লোক ছিল

না। দৈবচক্রে পথে একটী লোক কিয়দ্দূর বহিয়া দেয়, নতুবা নিজকেই বহিতে হইত।

কেড় পৌছিয়া দেখিলাম, থানা এবং ডাকঘর ভিন্ন দুই তিন ঘর নিম্নশ্রেণীর লোকের বাসমাত্র। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই নিবিড় জঙ্গল। যতদূর দৃষ্টি চলে অসীম বন ভিন্ন আর কিছুই নাই। বন্যময়ূর থানায় এক রশির মধ্যে আসিয়া চরিতেছে! এখানে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে দূরবর্ত্তী হাট হইতে আবশ্যক মত জিনিষ আনিতে হয়, নতুবা কিছুই পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত দে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে তাহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গজননী তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত সন্তান হারাইলেন। ছাত্রাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দর আপনাকে যদ্রূপ কীর্ত্তিমান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরেও তিনি স্বার্থত্যাগ, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবায় আপনার শক্তি নিয়োগে আপনাকে যশস্বী করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি বহুকাল সম্পাদক এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটী দিন উহার সভাপতিও ছিলেন। তিনি অতিশয় সুলেখক ও সাধুচরিত্র ছিলেন। জর্ম্মন ভাষায় অনূদিত তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জর্ম্মনদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও তাঁহাকে সম্মান প্রদানে কুণ্ঠিত হন্ নাই। বিজ্ঞানে দেশবাসীর হৃদয় আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহার মৌলিক গবেষণাপূর্ণ সরল প্রবন্ধসকল, তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ প্রভৃতির জন্য, যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে দেশবাসী কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিবে। বিধাতা তাঁহার আত্মার উন্নতি ও শান্তি বিধান করুন্।

নগর-নির্ম্মাণ।—বঙ্গীয়-গবর্ণমেণ্ট ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ নগর-নির্ম্মাণ-বিষয়ক একখানি বিল উক্ত গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিয়াছেন।

তীর্থ-যাত্রীদিগের স্বাস্থ্য।—বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশস্থ তীর্থক্ষেত্রগুলির যাত্রিসমূহের স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধানবিষয়ক একখানি বিল ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ পাঠাইয়াছেন।

বিজয় পদক।—অষ্ট্রেলিয়ায় বিজয়োৎসব উপলক্ষে তথাকার বালক-বালিকাদিগকে ১৫ লক্ষ বিজয় পদক বিতরণ করা হইবে। উহাতে লিখিত থাকিবে—"স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির জয়, ১৯১৯"।

বিনা সুদে ধার।—মুলতানের প্রসিদ্ধ ধনী শেঠ প্রভুদয়াল ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ৩ লক্ষ টাকা বিনা সুদে ধার দিয়াছেন্। আফগান যুদ্ধ শেষ হইলে যতকাল পরে খুসী গবর্ণমেণ্ট এই টাকা শোধ করিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

পরের জীবন হইতে দৃষ্টি ফিরাও।

এই পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগেরই মধ্যে একশ্রেণীর লোক পরের জীবনে উঁকি মারিতেই ব্যস্ত ; পরের জীবনের খুটিনাটি লইয়াই এরূপ চিন্তামগ্ন, পরে কি করিল, কি বলিল, কি ভাবিল, কি পাইল, এই লইয়াই এরূপ ভাবে জীবন কাটাইতেছে যে নিজের জীবনে উঁকি মারিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার সময় তাহাদের নাই ; নিজের কি আছে, নিজে কি করিতেছে, কি বলিতেছে, কি পাইতেছে, তাহা ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই। পরচর্চ্চায়, পরের জীবনালোচনায় তাহারা দিবারাত্র সম্পূর্ণ নিমগ্ন ও নিরন্তর অন্তর্জ্বালায় বিদগ্ধ ;—শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, দৈনন্দিন কর্ম্মসাধনকালে সর্ব্বদাই অপরের কাজ, অপরের বাক্য, অপরের আচরণ স্মরণ করিতেছে, মনে মনে তৎসম্বন্ধে কত কল্পনা করিতেছে, অন্যের সহিত তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতেছে ! এই শ্রেণীর লোকের আচরণ ও কথাবার্ত্তা দেখিলে ও শুনিলে, অনেক সময় মনে হয়, যেন তাহারা বুঝি, ঐ সকল ব্যক্তির জন্য দায়ী ? কিন্তু "অমুক ব্যক্তি এই প্রকার, অমুক অন্য প্রকার, অমুক এই বলিয়াছে, অমুক এই করিয়াছে, অন্য অমুক তাহাতে এই বলিল'—এই প্রকার বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কি কোনও লাভ হয় ? অন্তিম দিনে, যেদিন এই শস্যশ্যামল, ঐশ্বর্য্যশালী মরলোক পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য জ্ঞানাতীত লোকান্তরে মানব চলিয়া যাইবে, তখন কি তাহার সেই গতি, 'পরে কি করিয়াছিল, কি বলিয়াছিল,'—তাহার দ্বারা নিরূপিত হইবে ? না, সেই মানবটী স্বয়ং যাহা করিয়াছিল, যাহা ভাবিয়াছিল, তাহার দ্বারাই নিশ্চিত হইবে ? ঋষিরা বলিয়াছেন,—"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবম্। কর্ম্মজা গতয়ো নৃণা-মুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥—অর্থাৎ "মানসিক, বাচিক ও কায়িক, এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার কর্ম্মজনিত গতি হয়"। "একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতম্॥" —মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় সুকৃতিফলভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি-ফলভোগ করে। অতএব মানুষ যদি নিজের জন্য নিজেই দায়ী, তবে সে অপরকে লইয়া এত ব্যস্ত কেন ? অপরকে লইয়া সে এত জড়াইতে চাহে কেন ? যখনই মানবের এই পরজীবনানুসন্ধিৎ-সুপ্রবৃত্তি প্রবল হইবে, তখনই কি সে আপনাকে এই বলিয়া সতর্ক করিবে না ?—'রে মূঢ়, রে নির্ব্বোধ মন, পরের জীবনে উঁকি মারিতে তোমার এত অভিলাষ কেন ? পরের কার্য্য দেখিতে তুমি আপনাকে ভুলিয়া যাও কেন ? পরের কাজ দেখিতেই ও তাহার সমালোচনা করিতেই কি তুমি জগতে আসিয়াছ ? তুমি কয়জন পরকে দেখিতে পার ? তুমি যে অতিক্ষুদ্র ; নিজেকে দেখ, নিজেকে দেখ। সকলকে দেখিবার জন্য তোমার ব্যস্ততার আবশ্যকতা নাই। সকলকে দেখিবার জন্য একজন আছেন্ ;—সেই বিধাতাপুরুষ

সকলকেই জানেন্। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষোদিষ্ঠ বস্তুর কার্য্যকলাপও তিনি সুবিদিত। কি প্রোজ্জ্বল রবিকিরণে, কি অমাবস্যার সূচী-ভেদ্য অন্ধতমসে অনুষ্ঠিত কোনও কার্য্যই তাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি প্রত্যেকের প্রত্যেক অবস্থা জানেন্। প্রত্যেকের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেকের প্রত্যেক ইচ্ছা, প্রত্যেক অভিলাষের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি—এই সকলেরই সূক্ষ্মতম গতি তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন্।" আমরা অপরের কার্য্য দেখিয়া, তাহার বাহ্য হাবভাব দেখিয়া, আপনার কার্য্যাদির সহিত আপনার মানসিক ও বাহ্য ভাব চিন্তা করিয়া এবং তাহার সহিত অপরের ঐসকল অভিব্যক্তির তুলনা করিয়া অপরের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করি, কিন্তু বহুস্থলেই আমাদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও বিকৃত হইতে পারে। কিন্তু বিধাতার এ-সকল কিছুরই প্রয়োজন হয় না। অণু পরমাণুও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত নহে;—সকলেই তাঁহার শাসনে সুশাসিত, তাঁহার নিয়মে নিয়মিত—বিধানে বিধৃত। আমাদের সকলেরই দ্রষ্টা তিনি। সুতরাং, আমরা যাহা করি, যাহা বলি, যাহা ভাবি, সকলই যেন তাঁহাতে সমর্পণ করি এবং চিত্তের অশান্তি ও অসন্তোষকে দূরে পরিহার করিয়া তথায় শান্তি রক্ষা করিতে যত্নবান্ হই। মানুষ মানুষের নিকট আত্ম-ভাব, আত্মকার্য্যাদি গোপন করিতে পারে, সে ভাবিতে পারে, 'আমি সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু মানবকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইলেও, ঈশ্বরকে প্রতারিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে-ব্যক্তি পরকে লইয়াই ব্যস্ত, শত উপদেশেও যে বধির, সে তাহার স্বপথই অনুসরণ করুক্;—সময় আসিবেই আসিবে, যখন তাহাকে ফিরিতেই হইবে।

পরজীবনে আর এক প্রকার দৃষ্টি আছে, তাহা এই:—'আমার নাম বিশ্ববিখ্যাত হউক্, বিশ্বজনের মুখে আমার নাম সাদরে উচ্চারিত হউক্; আমি বহুব্যক্তির আন্তরিক সৌহার্দ্দ লাভ করি, আমি গোপনে গোপনে সকলের হৃদয়ের প্রেম লাভ করি, সকলের হৃদয়কে অধিকার করি।' এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। এই সকল বস্তুই চঞ্চলতা উৎপাদন করে, হৃদয়ান্ধকার ঘনীভূত করিয়া দেয়।

এই সকল পরিত্যাগ করিয়া বিধাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে, সর্বত্র সর্বদা সজাগ হইয়া তাঁহার আগমন পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, সমুদয় হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে; তাহা হইলে তিনি আপনিই তাঁহার বাণী শুনাইবেন্: অদ্য যাহা ঘোর তমসাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, তাহা উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আর অপরের পানে চাহিতে হইবে না,—পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্যোতিঃতে মানব আপন পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক হইয়া ভগবানের নিকট অকপট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং সর্ববিষয়ে সর্বদাই বিনীত-মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত—

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

Bamabodhini Patrika, No. 671. Registered No C. 134. July, 1919.